প্রকাশনার ৮০ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ৩৬ ♦ ৪ - ১০ অক্টোবর, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

বিশ্ব শিক্ষক দিবস-২০২০

শিক্ষক : সংকটে নেতৃত্বদাতা, ভবিষ্যতের পুনর্নির্মাতা

কাথলিক শিক্ষা কার্যক্রম

মানসিক চাপ ও নিরাময়ের উপায়

বর্ষ ৮০ ❖ সংখ্যা- ৩৬
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
প্রকাশনার গৌরবময় ৮০ বছর সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

প্রতিবেশী'র বড়দিন সংখ্যার জন্য বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

সুপ্রিয় পাঠক, গ্রাহক এবং শুভাকাঙ্ক্ষী ভাইবোনেরা শুভেচ্ছা নিবেন। খ্রিস্টানদের সবচেয়ে বড় আনন্দোৎসব **'বড়দিন' উপলক্ষে 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।** গত বছরের ন্যায় এবারের 'বড়দিন সংখ্যাটি' বড়দিনের আগেই পাঠক ও গ্রাহকদের হাতে তুলে দেওয়ার আন্তরিক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে। এই শুভ উদ্যোগকে সফল করতে লেখক ও বিজ্ঞাপনদাতাসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য। আমরা আশা ও বিশ্বাস করি সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টা, সহযোগিতা ও সমর্থনে 'প্রতিবেশীর বড়দিন সংখ্যাটি' কাঙ্ক্ষিত সময়ে পাঠক-পাঠিকা, গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে পৌছে দিতে সক্ষম হবো। এই মহৎ উদ্যোগকে সফল করার জন্য আপনিও সক্রিয় অংশগ্রহণ করুন।

আকর্ষণীয় বড়দিন সংখ্যার জন্য বিজ্ঞাপন দিন

সম্মানিত বিজ্ঞাপনদাতাগণ বহুল প্রচারিত ও ঐতিহ্যবাহী 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বড়দিন সংখ্যায় বিজ্ঞাপন দেওয়ার কথা কি ভাবছেন? রঙিন কিংবা সাদা-কালো, যেকোন সাইজের, ব্যক্তিগত, পারিবারিক, প্রাতিষ্ঠানিক সকল প্রকার বিজ্ঞাপন ও শুভেচ্ছা আমাদের কাছে পৌছে দেওয়ার বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি। আমরা আশা করি দেশ-বিদেশের বন্ধুগণ, আপনারা আর দেরি না করে আপনাদের বিজ্ঞাপন ও শুভেচ্ছাগুলো আজই আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিন। বিগত কয়েক বছরের মতোই এবারের বড়দিন সংখ্যার বিজ্ঞাপন হার :-

শেষ কভার (চার রঙ)	৫০,০০০ টাকা	৫৫৫ ইউরো	৭২০ ইউএস ডলার
প্রথম কভার ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (চার রঙ)	৪০,০০০ টাকা	৪৪৫ ইউরো	৫৮০ ইউএস ডলার
শেষ কভার ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (চার রঙ)	৪০,০০০ টাকা	৪৪৫ ইউরো	৫৮০ ইউএস ডলার
ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (চার রঙ)	২৫,০০০ টাকা	২৮০ ইউরো	৩৬০ ইউএস ডলার
ভিতরে অর্ধপৃষ্ঠা (চার রঙ)	১৫,০০০ টাকা	১৭০ ইউরো	২২০ ইউএস ডলার
ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	১২,০০০ টাকা	১৩৫ ইউরো	১৮০ ইউএস ডলার
ভিতরে অর্ধপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	৭,০০০ টাকা	৮০ ইউরো	১০০ ইউএস ডলার
ভিতরে এক চতুর্থাংশ (সাদা-কালো)	৪,০০০ টাকা	৪৫ ইউরো	৬০ ইউএস ডলার
সাধারণ প্রথম পূর্ণপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	২০,০০০ টাকা	২২৫ ইউরো	২৯০ ইউএস ডলার
সাধারণ শেষ পূর্ণপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	২০,০০০ টাকা	২২৫ ইউরো	২৯০ ইউএস ডলার

আর দেরি নয়, আসন্ন বড়দিনে প্রিয়জনকে শুভেচ্ছা জানাতে এবং আপনার প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন দিতে আজই যোগাযোগ করুন।

বি: দ্র: শুধুমাত্র বাংলাদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশী বিজ্ঞাপনদাতাদের জন্য বাংলাদেশী টাকায় বিজ্ঞাপন হারটি প্রযোজ্য।

বিজ্ঞাপনদাতাদের সদয় অবগতির জন্য জানাচ্ছি, বিজ্ঞাপন বিল অবশ্যই অগ্রিম পরিশোধযোগ্য

বিজ্ঞাপন বিভাগ
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার ঢাকা-১১০০, ফোন : (৮৮০-২) ৪৭১১৩৮৮৫
E-Mail: wklypratibeshi@gmail.com বিকাশ নম্বর - ০১৭৯৮ ৫১৩০৪২

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

■■■ বর্ষ : ৮০, সংখ্যা : ৩৬
■■■■■ ৪ অক্টোবর - ১০ অক্টোবর, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ
■■■■■■■■ ১৯-২৫ আশ্বিন, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড

ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়

সুনীল পেরেরা
জ্যাষ্টিন গোমেজ
জাসিন্তা আরেং

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি

সংগৃহীত, ইন্টারনেট

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন

মেরী তেরেজা বিশ্বাস
লিটন ইসাহাক আরিন্দা

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স

দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও
অংকুর আন্তনী গমেজ

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং

৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক

চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

E-mail : wklypratibeshi@gmail.com
Visit : www.weekly.pratibeshi.org

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্পাদকীয়

শিক্ষক ও শিক্ষাদান কার্যক্রম প্রসঙ্গ

মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলোর অন্যতম একটি হলো শিক্ষা। শিক্ষা পাবার অধিকার সকল মানুষের আছে। ধনী-গরীব, নারী-পুরুষ সকলেই প্রকৃত শিক্ষা পাবার সুযোগ পেলে একটি জাতি আলোর দিকে এগিয়ে যাবে তা অনেকেই বিশ্বাস করেন। শিক্ষা মানব উন্নয়নের চাবিকাঠি এ মূল্যবোধে বিশ্বাস করেই জাতীয় জীবনে শিক্ষাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। বাংলাদেশ সরকারও তার বার্ষিক পরিকল্পনায় শিক্ষাকে প্রাধান্য দিয়ে শিক্ষা উন্নয়নে নানাবিধ কর্মসূচী গ্রহণ করে। শিক্ষা উন্নয়নের কথা বিবেচনা করলে শিক্ষাদান কাজে যারা সরাসরি সম্পৃক্ত তাদের উন্নয়নের কথাও বিবেচনা করা দরকার। শিক্ষাদান করার মতো মহান কাজে যারা জড়িত সেই শিক্ষকেরাও মহান। কেননা এই শিক্ষকেরা শুধু আনুষ্ঠানিক শিক্ষাই দিচ্ছেন না। তারা তাদের জীবন আদর্শ ও বিভিন্ন ত্যাগস্বীকারের মধ্যদিয়ে নিজেদের জীবনকে নিবেদন করছেন শ্রেষ্ঠ সেবাকাজে। তাই শিক্ষকতা শুধু পেশা বা নেশা নয় তা হলো একটি পবিত্র আহ্বান। যাতে সাড়া দিয়ে একজন শিক্ষক শিক্ষার্থীকে মানুষ করার দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

শিক্ষকদের সম্মান ও শ্রদ্ধা জানিয়ে ৫ অক্টোবর বিশ্ব শিক্ষক দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দের ৫ অক্টোবরে তা প্রচলন হয়েছে এবং সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে এখন তা যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হচ্ছে। এ বছর শিক্ষক দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় " শিক্ষক: সংকটে নেতৃত্বদাতা, ভবিষ্যতের পুনর্নির্মাতা- "*Teachers: Leading in crisis, reimaging the future*।" বিভিন্ন সংকটে ও দুর্যোগে শিক্ষকগণ তাদের প্রজ্ঞা, দুরদর্শিতা ও ত্যাগের মধ্যদিয়ে ছাত্রসমাজ ও জাতিকে দিক-নির্দেশনা দিয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে কোভিড-১৯ সময়েও এ কথা প্রযোজ্য। প্রায় ৮ মাস আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ। ছাত্র-ছাত্রীরা দিকভ্রান্ত-দিশেহারা, হতাশা-নিরাশা যখন তাদের গ্রাস করে খাচ্ছে তখন শিক্ষকসমাজ নিজেদের কষ্ট হলেও নতুন ধারায় শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করেন। নিজেরা নতুন মিডিয়ার সাথে পরিচিত না হলেও ছাত্র-ছাত্রীদের মঙ্গলের কথা চিন্তা করে একটু বেশি পরিশ্রম করে তা আয়ত্ব করার চেষ্টা করেন এবং শিক্ষাদানে রত হন। নতুন মিডিয়াতে তাদের কম পারদর্শিতার কারণে অনেক সময়ই তারা বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পড়েছেন। কিন্তু সকল কিছুই গ্রহণ করেছেন শিক্ষাসেবা ও ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি ভালোবাসার কারণে। এমনিভাবে একজন শিক্ষকই পারেন শিশুর সুপ্ত প্রতিভাকে জাগ্রত করে সমাজ ও জাতির উন্নয়নে নিযুক্ত করতে। তার চিন্তা-চেতনা ও মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটাতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন একজন শিক্ষক। মানুষকে পূর্ণাঙ্গ ও সমন্বিত মানুষ করা হলো শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য। শুধুমাত্র জ্ঞান-বিজ্ঞানে বিকশিত, ডিগ্রীধারী বা কারিগরি জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত একজন মানুষ নয়। কিন্তু মানবীয় গুনাবলীসম্পন্ন নিরহঙ্কারী মানুষ করা। আর একাজে কারিগরের ভূমিকা পালন করেন একজন শিক্ষক।

শিক্ষকেরা শিক্ষাসেবাতে থাকবেন শিক্ষা বাণিজ্যে নন। কেননা শিক্ষাদান শুধু একটি মহৎ পেশাই নয় তা একটি আহ্বানও বটে। শুধু কাজ নয় তা সেবা। অনেক স্কুলের প্রবেশ পথে বড় করে লেখা থাকে- শিক্ষার জন্য এসো, সেবার জন্য বেরিয়ে যাও। এ মূল্যবোধের চর্চা অব্যাহত থাকলে দেশ উন্নতির দিকে ধাবিত হবে নিশ্চয়। কিন্তু দেশের এক শ্রেণির মানুষ শিক্ষাকে পণ্য করে শিক্ষাবাণিজ্য চালায়। শিক্ষাকে সেবাতে রূপান্তরিত করতে হবে। যিশু শিক্ষাদানের কাজ তাঁর শিষ্যদের মধ্যদিয়ে মণ্ডলীকে দিয়েছেন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মতো বাংলাদেশেও কাথলিক চার্চের বিশেষ সুনাম এই শিক্ষাদান সেবাকাজের জন্য। হাজার-হাজার মানুষ গঠিত হয়েছে এ স্কুলগুলোতে শিক্ষা পেয়ে। কাথলিক স্কুল-কলেজগুলোকে আরো বেশি চিন্তা ও পরিকল্পনা করতে হবে কিভাবে পিছিয়ে পড়া ও বঞ্চিত মানুষ এই শিক্ষাসেবার আলো পেতে পারে!

সন্তানদের কাছে তাদের পিতামাতা যেমন আদর্শ ও অনুকরণীয় তেমনি একজন শিক্ষকও তার ব্যক্তিত্ব, আদর্শ ও কর্মের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর কাছে আদর্শ ও অনুকরণীয় হয়ে থাকেন। দুর্নীতি, দলবাজি বা অনৈতিক কোন কাজ করে কোন শিক্ষক যেন শিক্ষকতার পবিত্রতা নষ্ট না করেন। শিক্ষকেরা নিজেদের সম্মান রক্ষার্থে সম্পদের পিছনে যেন না ছুটেন। একইভাবে শিক্ষকদের অধিকার, মর্যাদা ও চাহিদা পূরণে সরকার ও শিক্ষা সংশ্লিষ্ট সকলকেই মনোযোগি হতে হবে ॥ ✝

মঙ্গলবাণী

"বাস্তবিক অনেকেই আহূত, কিন্তু অল্পই মনোনিত।"
- (মথি ২২:১৪)

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

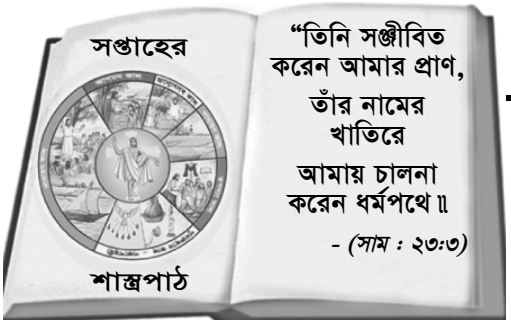

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ০৪ অক্টোবর - ১০ অক্টোবর, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

৪ অক্টোবর রবিবার

ইসাইয়া ৫: ১-৭, সাম ৮০: ৮, ১১-১৫, ১৮-১৯, ফিলিপ্পীয় ৪: ৬-৯, মথি ২১: ৩৩-৪৪

৫ অক্টোবর সোমবার

গালাতীয় ১: ৬-১২, সাম ১১১: ১-২, ৭-১০, লুক ১০: ২৫-৩৭

৬ অক্টোবর মঙ্গলবার

গালাতীয় ১: ১৩-২৪, সাম ১৩৯: ১-৩, ১৩-১৫, লুক ১০: ৩৮-৪২

৭ অক্টোবর বুধবার

পবিত্র জপমালা রাণী মারীয়া, স্মরণ দিবস

শিষ্যচরিত ১: ১২-১৪, সাম (লুক) ১: ৪৬-৫৫, লুক ১: ২৬-৩৮

৮ অক্টোবর বৃহস্পতিবার

গালাতীয় ৩: ১-৫, সাম (লুক) ১: ৬৯-৭৫, লুক ১১: ৫-১৩

৯ অক্টোবর শুক্রবার

সাধু ডেনিস, বিশপ ও সঙ্গীগণ- সাক্ষ্যমর, সাধু জন লিওনার্দি, যাজক

গালাতীয় ৩: ৭-১৪, সাম ১১১: ১-৬, লুক ১১: ১৫-২৬

১০ অক্টোবর শনিবার

গালাতীয় ৩: ২২-২৯, সাম ১০৫: ২-৭, লুক ১১: ২৭-২৮

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

+ ২০০৯ সিস্টার ডেলফিনা রোজারিও সিআইসি

৫ অক্টোবর সোমবার

+ ১৯৯৩ সিস্টার মেরী আইরিন এসএমআরএ (ঢাকা)
+ ২০০৯ ফাদার জোভান্নি আবিয়াত্তি এসএক্স (খুলনা)

৬ অক্টোবর মঙ্গলবার

+ ১৯৭৭ সিস্টার এম আইরিন আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ২০০৭ ফাদার পলিন ডেমার্স সিএসসি (চট্টগ্রাম)

৭ অক্টোবর বুধবার

+ ১৯৩৫ ফাদার পিটার ডি' রোজারিও সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৯৪ ফাদার লিও সালিভ্যান সিএসসি (ঢাকা)

৮ অক্টোবর বৃহস্পতিবার

+ ২০০৬ সিস্টার লরেঞ্জা গমেজ পিমে (রাজশাহী)

৯ অক্টোবর শুক্রবার

+ ১৯৮৩ ব্রাদার দামিয়েন ডি ডেইল সিএসসি (ঢাকা)

১০ অক্টোবর শনিবার

+ ১৯১২ ফাদার এনরিকো আসিয়েত্তি পিমে (দিনাজপুর)

দীক্ষাস্নানের অনুগ্রহ

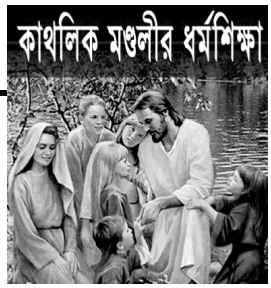

১২৬২ : দীক্ষাস্নানের বিভিন্ন ফল সংস্কারীয় অনুষ্ঠান-রীতিতে ব্যবহৃত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য উপাদানগুলো দ্বারা চিহ্নিত। জলে নিমজ্জন শুধু মৃত্যু ও শুদ্ধিকরণের অর্থই বহন করে না, বরং নবজন্ম ও নবীকরণেরও অর্থ বহন করে। এভাবে প্রধান দুটো ফল হচ্ছে পাপ থেকে পরিশুদ্ধ হওয়া এবং পবিত্র আত্মার পরিজন্ম লাভ করা।

পাপের জন্য ক্ষমা

১২৬৩ : দীক্ষাস্নান দ্বারা সকল পাপই ক্ষমা করা হয়, আদিপাপ এবং ব্যক্তিগত সকল পাপ, এবং পাপের জন্য সকল শাস্তিও ক্ষমা হয়। যারা পুনর্জন্ম লাভ করেছে তাদের মধ্যে এমন কিছুই নেই যা ঈশ্বরের রাজ্যে তাদের প্রবেশকে বাধাগ্রস্থ করবে, আদমের পাপও নয়, ব্যক্তিগত পাপও নয়; কিংবা পাপের পরিণামও নয়, যার মধ্যে সর্বাপেক্ষা মারাত্মক পরিণাম হল ঈশ্বরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্নতা।

১২৬৪ : তথাপি পাপের কিছু-কিছু সাময়িক পরিণাম দীক্ষিত ব্যক্তির মধ্যে থাকে, যেমন দুঃখ-কষ্ট, রোগব্যাধি, মৃত্যু এবং এমন সব সীমাবদ্ধতা যা চরিত্রের দুর্বলতারূপে জীবনে সহজাত ইত্যাদি; এবং পাপের প্রতি প্রবণতা যাকে পরম্পরাগত শিক্ষায় বলা হয় কামপ্রবৃত্তি, অথবা রূপক অর্থে "পাপে দহনীয়" *(Fomes Peccati)* যেহেতু কামপ্রবৃত্তির "সঙ্গে আমাদের সংগ্রাম তো চলছেই। যারা নিজেকে বিকিয়ে না দেয় সেই প্রবণতা তাদের অনিষ্ট করতে পারে না, যিশু খ্রিস্টের অনুগ্রহে সাহসের সঙ্গে তারা তা প্রতিহত করে। বাস্তবিকই" সে-ই মাত্র বিজয় মুকুট পায়, সমস্ত নিয়ম-কানুন মেনে নিয়েই যে প্রতিযোগিতা করছে।

১২৬৫ : দীক্ষাস্নান শুধু সকল পাপ থেকেই পরিশুদ্ধ করে না বরং দীক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে করে তোলে "এক নতুন সৃষ্টি" ঈশ্বরের পোষ্য সন্তানও, যে হয়ে ওঠে "ঐশস্বরূপের সহভাগি, "খ্রিস্টের অঙ্গ এবং তাঁর সঙ্গে সহ-উত্তরাধিকারী হয়ে ওঠে "ঐশস্বরূপের সহভাগি," খ্রিস্টের অঙ্গ এবং তাঁর সঙ্গে সহ-উত্তরাধিকারী এবং পবিত্র আত্মার মন্দির।

১২৬৬ : পরম পবিত্র ত্রিত্ব দীক্ষাস্নাত ব্যক্তিকে পবিত্রকারী অনুগ্রহ, ধার্মিকতার অনুগ্রহ দিয়ে থাকেন :

- ঐশতাত্ত্বিক গুণাবলীর দ্বারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করতে, তাতে আশা রাখতে এবং তাকে ভালবাসতে সক্ষম করে।

- পবিত্র আত্মার দানসমূহ দ্বারা, পবিত্র আত্মার নির্দেশে জীবন যাপন ও কর্মসাধনের জন্য শক্তি দান করে।

- নৈতিক গুণাবলির দ্বারা মঙ্গলময়তায় বৃদ্ধি পেতে সমর্থ দান করে।

এইরূপে খ্রিস্টীয় অতিপ্রাকৃত ও সামগ্রিক জীবন বিন্যাসের গোড়াপত্তন হচ্ছে দীক্ষাস্নান সংস্কার।

খ্রিস্টের দেহ ও খ্রিস্টমণ্ডলীতে অন্তর্ভুক্ত

১২৬৭ : দীক্ষাস্নান আমাদের খ্রিস্ট দেহের অঙ্গ করে তোলে: "কারণ আমরা পরস্পর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। দীক্ষস্নান আমাদের খ্রিস্টমণ্ডলীতে অন্তর্ভুক্ত করে। দীক্ষাস্নানের জলকুণ্ড থেকে নবসন্ধির ঐশজনগণ জন্মগ্রহণ করে, যারা দেশ, কৃষ্টি, জাতি এবং লিঙ্গ সংক্রান্ত সকল প্রাকৃতিক ও মানবিক সীমাবদ্ধতার উর্ধ্বে: "প্রকৃতপক্ষে আমরা সকলে এক আত্মায় দীক্ষস্নাত হয়েছি এক দেহ হবার জন্য।

১২৬৮ : দীক্ষস্নাতরা হয়ে ওঠেছে "জীবন্ত প্রস্তরের মতো, "এক আত্মিক গৃহরূপে নির্মিত" হওয়ার জন্যে, "এক পবিত্র যাজকত্বের উদ্দেশে। দীক্ষাস্নান দ্বারা তারা "এক মনোনিত বংশ, এক রাজকীয় মিশনদায়িত্বের সহভাগি। তারা "এক মনোনীত বংশ, এক রাজকীয় যাজক-সমাজ, এক পবিত্র জনগণ, এমন এক জাতি যাকে ঈশ্বর নিজেরই জন্য কিনেছেন যেন তাঁরই গুণকীর্তন করে, যিনি অন্ধকার থেকে তাঁর অপরূপ আলোতে (তাদের) আহ্বান করেছেন।" দীক্ষাস্নান হলো সকল খ্রিস্টবিশ্বাসীকে একই সাধারণ যাজকত্বের অংশীদার করে॥

কাথলিক শিক্ষাদান কার্যক্রম

বিশপ জের্ভাস রোজারিও

ভূমিকা

শিক্ষাদান ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনায় কাথলিক মণ্ডলী বিশ্বব্যাপী সুবিখ্যাত। তবে কাথলিক মণ্ডলী শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বিশেষ নিয়ম-নীতি অনুসরণ করে থাকে। এই কাজ করে কাথলিক মণ্ডলী মানুষকে ও সমাজকে-আরও বেশি মানবীয় করতে চায়। কারণ কাথলিক মণ্ডলী মঙ্গলসমাচারে মানুষের যে চিত্র অঙ্কিত হয়েছে সেই অনুসারে মানুষকে গড়ে তুলতে চায়। ঈশ্বর মানুষকে সৃষ্টি করে তার মধ্যে পূর্ণাঙ্গ মানুষ হওয়ার গুণাবলী ও প্রতিভা দিয়ে দিয়েছেন। সেই গুণাবলী ও প্রতিভাগুলোকে আবিষ্কার করতেই কাথলিক শিক্ষা কার্যক্রম সহায়তা করে, যেন কাথলিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীরা নিজের সকল প্রতিভা ও গুণাবলী আবিষ্কার করে পূর্ণাঙ্গ মানুষ হওয়ার চেষ্টা করতে পারে। ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দের ২৮ অক্টোবর প্রকাশিত ২য় মহাসভার দলিল *(খ্রীষ্টিয় শিক্ষা বিষয়ক ঘোষণাপত্র* (Gravissimum Educationis) এর শিক্ষা অনুসারে খ্রিস্টমণ্ডলী হলো খ্রিস্টের উপস্থিতির চিহ্ন। কাথলিক মণ্ডলী সেই খ্রিস্টকেই মানুষের কাছে উপস্থাপন করে তার সকল সেবা কাজের মধ্যদিয়ে। কাথলিক মণ্ডলীর শিক্ষাদান কার্যক্রমও তার কোন ব্যতিক্রম নয়।

কাথলিক শিক্ষাদান কার্যক্রম একটি মাণ্ডলীক সেবাকাজ

২য় ভাতিকান মহাসভার *"খ্রিস্টমণ্ডলী বিষয়ক সংবিধান"* (লুমেন জেন্সিউম) শুরুতেই বলেছে যে, "খ্রিস্টেতে মণ্ডলী হল সংস্কার বা সাক্রামেন্তস্বরূপ, অর্থাৎ পরমেশ্বরের সঙ্গে মিলন ও সকল মানুষের মধ্যে একতার চিহ্ন ও উপায়স্বরূপ" *(খ্রিস্টমণ্ডলী বিষয়ক সংবিধান-১)*। তাই প্রত্যেক কাথলিক স্কুলের আসল উদ্দেশ্য হল খ্রিস্টমণ্ডলীর সংস্কারীয় স্বরূপে অংশগ্রহণ করা এবং ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে প্রাকৃতিক (পার্থিব) ও অতিপ্রাকৃতিক (অপার্থিব) সদগুণাবলীগুলি (virtues) অর্জন করতে আর এই দুইয়ের মিলনের মাধ্যমে প্রকৃত সত্যকে আবিষ্কার করতে সাহায্য করা। কাথলিক স্কুলের শিক্ষকগণ ছাত্র-ছাত্রীদের এই কাজে সহযোগিতা করে থাকে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশের কাথলিক স্কুলগুলিতেও অনেক অকাথলিক শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মী কাজ করে। কাথলিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কাজ করার সুবাদে তারাও এই কাথলিক শিক্ষাদান কার্যক্রমের সহযোগি। তারাও কাথলিক শিক্ষাদর্শে বিশ্বাস করবে এটাই কাথলিক চার্চের বা মণ্ডলীর আশা। কাথলিক চার্চ বা মণ্ডলী বিশ্বব্যাপী শিক্ষাবিস্তার কাজে সুবিখ্যাত; তবে এই কাজ কাথলিক মণ্ডলী কখনই ব্যবসা বা অন্য কোন উদ্দেশে করে না। কারণ কাথলিক চার্চের কিছু স্কুল দৈবাৎক্রমে লাভজনক হলেও এর অধিকাংশ স্কুল চলে ভর্তুকীতে। এমন স্কুলও আছে যা চলে সম্পূর্ণ কাথলিক চার্চের নিজ খরচে। এর কারণ হলো যে কাথলিক মণ্ডলী বিশ্বাস

করে যে, সকল মানুষেরই শিক্ষালাভের অধিকার আছে, সে দরিদ্র হলেও। কাথলিক মণ্ডলীর শিক্ষাদান কার্যক্রমের আরেকটি উদ্দেশ্য হলো একজন মানুষকে পূর্ণাঙ্গ ও সমন্বিত মানুষ তৈরি করা, শুধু বইয়ের জ্ঞান দান করা নয়। কাথলিক স্কুলের শিক্ষাদান কাজের সঙ্গে যারাই জড়িত হোক না কেন তাদেরকে সকলকেই এই বিশ্বাসে বিশ্বাসী হতে হবে; সে যে ধর্মেরই হোক না কেন!

কাথলিক শিক্ষা কার্যক্রমের লক্ষ্য

কাথলিক মণ্ডলী বা চার্চ মানুষকে নিষ্কলুষ, নির্ভেজাল, সুন্দর ও সকল মানবীয় গুণে গুণান্বিত করে গড়ে তুলতে চায় কারণ কাথলিক চার্চ তার সংস্কারীয় বিশ্বাস অনুসারে পৃথিবীর সকল মানুষকেই খ্রিস্টের মত একেকজন পূর্ণাঙ্গ ও সমন্বিত মানুষ হিসাবে গড়ে তুলতে আহূত ও প্রেরিত। কাথলিক মণ্ডলী বিশ্বাস করে খ্রিস্টই হচ্ছেন একজন পূর্ণাঙ্গ ও সমন্বিত মানুষের আসল ব্লু-প্রিন্ট বা নীল-নক্সা, যেটি স্বয়ং ঈশ্বরের তৈরি। কাথলিক মণ্ডলী বিশ্বাস করে মানুষ ঈশ্বরেরই প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট। বাইবেলে লেখা আছে, "পরমেশ্বর তাঁর নিজের প্রতিমূর্তিতে মানুষকে সৃষ্টি করলেন; পরমেশ্বরেরই প্রতিমূর্তিতে তাকে সৃষ্টি করলেন: পুরুষ ও নারী করে তাদের সৃষ্টি করলেন" *(আদি ১:২৭)*। তাহলে বুঝাই যাচ্ছে, যে মানুষের জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো ঈশ্বরের মত হওয়া - অর্থাৎ পবিত্র, সুন্দর, পরিপূর্ণ ও অনিন্দনীয় হওয়া। আমরা জানি, মানুষ কখনই ঈশ্বরের মত হতে পারবে না; কিন্তু স্বর্গের বাসিন্দা হতে হলে আমাদের সেই রকম হতেই চেষ্টা চালাতে হবে। মানুষকে হতে হবে ঈশ্বরের মনের মত মানুষ।

মোট কথা, কাথলিক মণ্ডলীর শিক্ষা কার্যক্রমের আসল উদ্দেশ্য হলো মানুষকে প্রকৃতভাবে মানুষই বানানো, তাকে শুধু জ্ঞান-বিজ্ঞানে বিকশিত, বিদ্যার ডিগ্রীধারী বা কারিগরি জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত একজন মানুষ নয়। কাথলিক মণ্ডলী চায় যেন কাথলিক স্কুলে পড়া একজন মানুষ শুধু নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত না হয়ে বা শুধু নিজের লাভের কথা না ভেবে বরং সে যেন সবকিছুর আগে একজন মানবীয় গুণাবলী সম্পন্ন ও নিরহঙ্কারী মানুষ হয় এবং নিজের সঙ্গে অন্যদের কথাও ভাবে। কিন্তু আজকাল কাথলিক স্কুলে পড়া সকল মানুষই কি সেই রকম? তা মনে হয় নয়! খুব জোর হতে পারে যে তারা কাথলিক স্কুলে পড়েছে বলে তারা গর্ব করে, ভাল চাকুরী পায় এবং নিজের সফলতা নিয়ে অহঙ্কার করে। আর পরে নিজের সন্তানকে কাথলিক স্কুলে ভর্তি করাতে প্রাণান্ত প্রচেষ্টা চালায়। আজ পর্যন্ত কাথলিক স্কুলগুলি যে ছাত্র-ছাত্রী পড়িয়েছে, তার সংখ্যাও তো কম নয়! কিন্তু একথা কি বলা যাবে যে, কাথলিক স্কুলে পড়া অধিকাংশ মানুষ তার স্কুলের মূল্যবোধগুলি আবিষ্কার করতে পেরেছে, অনুধাবন করতে পেরেছে, আর গ্রহণ করেছে? সকলে না হোক, তাদের অধিকাংশ যদি তা করতো, তাহলে তো সমাজে তার ইতিবাচক প্রতিফলন দেখা যেতো! কিন্তু এই বিষয়ে আমাদের যথেষ্টই হতাশ হতে হচ্ছে।

কাথলিক শিক্ষার আদর্শ

আমরা তাহলে সঠিকভাবে কাথলিক মতাদর্শ অনুসরণ করে শিক্ষাদান কার্যক্রম পরিচালনা করছি কিনা তা আমাদের ভেবে দেখতে হবে। এখন তো দেখা যাচ্ছে, অনেক ব্যবসায়ীও কাথলিক স্কুলের শিক্ষাপদ্ধতি অনুসরণ করে সুন্দর-সুন্দর স্কুল বানাচ্ছে, ছাত্র-ছাত্রীদের আকৃষ্ট করার জন্য অনেক সুবিধা দিচ্ছে আর এমনকি স্কুলের নামও কাথলিক স্কুলের মতই দিচ্ছে বা রাখছে। তারা এসব করছে শুধু ব্যবসা করার জন্য। এখানেই আমাদের একটা বড় চ্যালেঞ্জ। একটা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান চালাতে অবশ্যই টাকার প্রয়োজন আছে- কাথলিক স্কুলগুলো অতীতে বিনে বেতনে বা ফি না নিয়ে অর্থাৎ অবৈতনিকভাবে ছাত্র-ছাত্রী পড়িয়েছে, কারণ তখন স্থানীয় পিতা-মাতা ও অভিভাবকদের ছাত্রদের বেতন দেওয়ার সামর্থ ছিল না বা

তাদের শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা ছিল না। ধীরে-ধীরে বিশেষভাবে শহরাঞ্চলের কাথলিক স্কুলগুলোর ছাত্র-ছাত্রীরা বেতন দিয়ে পড়তে পারায় স্কুলগুলোর পরিসর বৃদ্ধি পেয়েছে। এইসব স্কুলগুলোর শিক্ষাদানের ও মানবীয় গঠনের সুনাম বৃদ্ধি পাওয়ায়, ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির প্রতিযোগিতা দেখা যায় এখন। এখন শহরের কাথলিক স্কুলগুলোর অর্থনৈতিক সামর্থ ও জৌলুস বেড়েছে। তবে গ্রামের কাথলিক স্কুলগুলোর চিত্র ভিন্ন। এখানে ছাত্র-ছাত্রীরা যে বেতন বা ফি দেয় তা দিয়ে স্কুল চালানো দুস্কর। তাই অল্প কিছু হাই স্কুলের কয়েকজন করে শিক্ষক-শিক্ষিকা সরকারী মাসিক বেতন পায়, তবে তা স্কুলের মোট শিক্ষকের এক-তৃতীয়াংশও নয়। বাকী টাকা স্কুলের কর্তৃপক্ষকেই কোনভাবে যোগাড় করতে হয়। তাছাড়া এইসব স্কুলের অবকাঠামো ও অন্যান্য খরচতো আছেই। শহরের বা গ্রামের সকল কাথলিক স্কুলের লক্ষ্য কিন্তু এক। তাহলে কাথলিক মণ্ডলী পরিচালিত শহর ও গ্রামের স্কুলগুলো কিভাবে এই লক্ষ্য পূরণের জন্য একযোগে কাজ করতে পারে?

কাথলিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে ২য় ভাতিকান মহাসভা ঘোষণা করেছে: "জাতি, সামাজিক অবস্থান বা বয়স যা-ই হোক না কেন, ব্যক্তি হিসাবে প্রত্যেকটি মানুষের যে মর্যাদা আছে, সেই মর্যাদার সাথে তার শিক্ষালাভের অধিকার জড়িত, আর এই অধিকার কেউ কেড়ে নিতে পারে না। এই শিক্ষা প্রতিটি মানুষের জীবন-লক্ষ্য ও তার যোগ্যতা অনুসারে উপযোগি হওয়া উচিত-সে নারীই হোক বা পুরুষই হোক। সে শিক্ষা হওয়া উচিত তার জাতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের উপযোগি। উপরন্তু সেই শিক্ষার লক্ষ্য যেন বিভিন্ন জাতির মধ্যে ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন, যার ফলে সারা বিশ্বের মানুষের মধ্যে প্রকৃত একতা ও শান্তির বন্ধন সুদৃঢ় হয়ে গড়ে ওঠবে। প্রকৃত শিক্ষার উদ্দেশ্য হ'ল জীবনের চরম লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য মানুষের গোটা ব্যক্তিত্বকে গঠন করা, যে সমাজে সে বাস করে তার কল্যাণ সাধন করা, এবং পরিণত বয়সে সমাজে তার যে দায়িত্ব-কর্তব্য আছে তা পালনের জন্য তাকে প্রস্তুত করে তোলা" *(২য় ভাতিকান মহাসভা, খ্রীষ্টিয় শিক্ষা বিষয়ক ঘোষণাপত্র-১)*। শিক্ষার উদ্দেশ্য তাই শুধু নিজের জন্য নিজেকে গড়া নয়, বরং বিশ্বের সকলের কল্যাণের জন্য গড়ে ওঠা।

এখন কথা হল কাথলিক স্কুলের সেই অভিন্ন লক্ষ্য কি, যা অন্য স্কুলগুলোর মধ্যে দেখা যায় না? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে প্রথমেই বলতে হয়- মানুষ সম্পর্কে ঈশ্বরের যে পরিকল্পনা তার বাস্তবায়নের জন্যই স্কুলের শিক্ষা ও গঠন। কাথলিক স্কুল ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে মানবিক ও নৈতিক মূল্যবোধের শিক্ষা ও গঠন দিয়ে তাদেরকে মানুষের মত মানুষ তৈরি করার চেষ্টা করে। শুধু বইয়ের শিক্ষা বা দক্ষতা, তাত্ত্বিক জ্ঞান, নৈতিকতাবিহীন গবেষণা কৌশল ও ফলাফল, যন্ত্রকৌশল ও উৎপাদন, ইত্যাদি কাথলিক স্কুলের প্রধান লক্ষ্য নয়, যদিও তা কাথলিক স্কুলে সহজেই অর্জন করা যায়। কাথলিক স্কুলের আদর্শ কোন ব্যবসাসফল স্কুলের মত নয়, হওয়া উচিত নয়। কাথলিক স্কুলগুলো যেন কাথলিক আদর্শ থেকে কখনোই বিচ্যুত না হয় সেই লক্ষ্য রাখতে হবে। কাথলিক স্কুলের শিক্ষকদের মধ্যে যদি অকাথলিক শিক্ষক-শিক্ষকাও থাকে তাহলেও কাথলিক আদর্শ সকলকেই উন্নত রাখতে হবে, কোনক্রমেই তার ব্যতিক্রম করা যাবে না বা বিসর্জন দেওয়া যাবে না। অন্যথায় তা আর নিজেকে কাথলিক স্কুল বলে দাবী করতে পারবে না।

কাথলিক শিক্ষায় ধর্মীয় ও নৈতিক মূল্যবোধ

কাথলিক স্কুলে পড়াশুনা করে একজন মানুষ নৈতিক বিবেকসম্পন্ন এবং ভালবাসা ও ন্যায্যতার আদর্শ লাভ করবে এটাই আশা করা হয়। কাথলিক স্কুলের সকল ছাত্র-ছাত্রী যে সকলেই কাথলিক হবে, এমন নয়। বর্তমানের এই বহু ধর্মের সহাবস্থান ও বহু সাংস্কৃতিক যুগে এটা আরও অসম্ভব। তাই সকল ছাত্র-ছাত্রী নিজ-নিজ সংস্কৃতি ও ধর্মের আলোকে সৃষ্টিকর্তাকে জানবে ও ভালবাসবে এই শিক্ষা দিতে কাথলিক স্কুলসমূহ অঙ্গীকারাবদ্ধ। সৃষ্টিকর্তাকে জানার অধিকার শিশুদের ও যুবকদের রয়েছে; তাদের প্রতি সৃষ্টিকর্তার আহ্বান সম্পর্কেও তাদের জানার অধিকার রয়েছে *(যোহন ৪: ২৩)*। তাদের সেই অধিকার খর্ব করা যাবে না। আর তাই কাথলিক স্কুলসমূহ শুধু ধর্মগ্রন্থ মুখস্থ করা নয় বরং ছাত্রছাত্রীদের জীবনে সেই ধর্মীয় শিক্ষার নৈতিক প্রয়োগ ও প্রতিফলন দেখতে চায়। আর তা সম্ভব হয় যখন যারা এই শিক্ষাদান করেন, তাদের জীবনাচরণে যদি সেই শিক্ষাদর্শ ফুটে ওঠে। কাথলিক শিক্ষার মূল বিষয়ই হ'ল খ্রিস্টকে অন্যদের কাছে উপস্থিত করা-যার অর্থ হল বাণী ঘোষণা করা বা খ্রিস্টকে বা তাঁর শিক্ষা ও মূল্যবোধ মানুষের কাছে তুলে ধরা।

কাথলিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যারা পড়াশুনা করে তারা যেন মানব জীবনের আসল "সত্য" কি তা আবিষ্কার করতে পারে, সেটাই কাথলিক শিক্ষার আসল সফলতা। তাই কাথলিক শিক্ষার মধ্যে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। প্রত্যেক কাথলিক স্কুলে বিভিন্ন ধর্মের ছাত্র-ছাত্রীদের নিজ-নিজ ধর্ম পড়ার সুযোগ করে দেওয়া হয় কিন্তু কাথলিক শিক্ষা কার্যক্রমের আদর্শ অনুসরণ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয় বরাবর। নিজ-নিজ ধর্মের শিক্ষা অনুসরণ করলেও তারা যেন নতুন মানুষ হয়ে উঠতে পারে-কাথলিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সেটাই চায়। সাধু পলও শিক্ষা দিয়েছেন যে আসল শিক্ষা হল নতুন মানুষ হওয়া *(এফে ৪: ২২-২৪)* ও খ্রিস্টের মত একজন পূর্ণ মানুষ হওয়া *(এফে ৪: ১৩)*। ধর্ম ও নৈতিকতা শুধু জানার জন্য নয়, বরং তা পালন করার জন্য। তবে কাথলিক স্কুলের কোন ছাত্র-ছাত্রী যদি কোনভাবে ধর্মান্ধ বা ভণ্ড প্রকৃতির হয় তাহলে তা-ও কাথলিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এক রকম ব্যর্থতা। মোট কথা, কাথলিক স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের ভাল ও সমন্বিত মানুষ হতে হবে। তাই কাথলিক স্কুলের কর্তৃপক্ষকে সেই লক্ষ্যই রাখতে হবে।

পরিবার ও সমাজ কাথলিক শিক্ষার আতুরঘর। *খ্রীষ্টিয় শিক্ষা বিষয়ক ঘোষণাপত্র* নামক দলিলের শিক্ষা অনুসারে, কাথলিক শিক্ষার শুরু হয় পরিবারে ও পিতামাতাদের মধ্যদিয়েই। অকাথলিক পরিবারেও শিশুরা তাদের বাবা-মায়ের কাছ থেকেই তাদের প্রাথমিক শিক্ষা ও গঠন লাভ করে থাকে। সুতরাং পিতা-মাতা, পরিবার ও সমাজের সমর্থন ছাড়া সুষম শিক্ষাব্যবস্থা চালানো সম্ভব নয়। তাই ভাল শিক্ষা ও গঠন দান করার জন্য বিশেষভাবে, পিতা-মাতাদের অবশ্যই জড়িত থাকতে হবে বা জড়িত রাখতে হবে *(খ্রীষ্টিয় শিক্ষা বিষয়ক ঘোষণাপত্র - ৬)*। তবে এটা শুধু পিতা-মাতা নয় সমাজের সকল নাগরিকদেরই দায়িত্ব। কারণ সমাজে মানুষ কেউ একা থাকতে পারে না; একা চলতে পারে না। প্রত্যেকটি মানুষই হল একটি সমাজের প্রতিচ্ছবি। একেকজন মানুষ ভাল হলে সমাজ ভাল হবে; আবার একেকজন মানুষ খারাপ হলে সমাজও খারাপ হবে। প্রত্যেকটি মানুষই সমাজে ভাল বা মন্দ প্রভাব ফেলে। মাত্র কয়েকজন মানুষ ভাল শিক্ষালাভ করলে চলবে না, সেই শিক্ষা সকলের জন্যই। কাথলিক মণ্ডলী বিশ্বাস করে যে সমাজের সকলকেই ভাল, উন্নত ও নৈতিক মানুষ হতে হবে; তাহলেই সমাজ ভাল ও সুন্দর হবে। কাথলিক স্কুল বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর আহ্বান ও অঙ্গীকার তা-ই।

কাথলিক স্কুলের দায়িত্বশীলতা

কাথলিক স্কুলের অনেক বড় সামাজিক দায়িত্ব আছে। কাথলিক স্কুলের মতাদর্শ হল, "শিক্ষার জন্য এসো, সেবার জন্য যাও"। আজকাল অবশ্য অনেক স্কুলেই এই কথাগুলো গেইটের ওপর বা দেওয়ালে লেখা থাকে। লেখা থাকলেই যে সেটা সেই স্কুলের প্রকৃত আদর্শ তা কিন্তু নয়। কাথলিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে মনে রাখতে হবে, শিক্ষাদানের লক্ষ্য শুধু ছাত্র-ছাত্রীদের পড়িয়ে দেওয়া নয়, বরং তাদেরকে নিজ পরিবারের জন্য, সমাজের জন্য ও দেশের জন্য উপযুক্তভাবে গড়ে তোলা। কাথলিক স্কুলের এই ছাত্র-ছাত্রীরা যেন মহান সৃষ্টিকর্তার কল্যাণ আহ্বান ও প্রেমের সুসংবাদ সকল মানুষের কাছে তুলে ধরতে পারে। তারা যেন নিজেরা নতুন মানুষ হয়ে সমাজের ইতিবাচক রূপান্তর ঘটাতে পারে-তারা যেন এমন সমাজ গড়তে পারে যেখানে থাকবে নিস্বার্থ

ভালবাসা ও সৌহার্দ্যপূর্ণ মিলন, ন্যায্যতা ও শান্তি, পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহভাগিতার মনোভাব, যেটি হবে ধনী-দরিদ্রের বৈষম্যহীন ও শোষণহীন একটি সমাজ। এই কাজটি একটি চ্যালেঞ্জই বটে। শিক্ষা যেহেতু একটি প্রেরণকাজ, তা সহজ হবে না তাই স্বাভাবিক। ঈশ্বর কাথলিক মণ্ডলী বা চার্চকে সেই কঠিন কাজই করতে আহ্বান করেছেন। যেসকল মানুষ ব্যক্তিগত উদ্যোগে স্কুল বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনা করেন তাদের মনোভাবও যেন এমন হয়। শিক্ষা কোন ব্যবসার বিষয় নয়, কাথলিক চার্চ সেটা মন-প্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করে।

বর্তমানে আমাদের দেশের সরকার শিক্ষা বিস্তারের জন্য অনেক স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করছে যার আপাত লক্ষ্য কাথলিক শিক্ষাদর্শেরই মত। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে সরকারের সেই সদিচ্ছা অনেক সরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেই বাস্তবায়িত হচ্ছে না তা আমরা জানি। সেজন্য কাথলিক স্কুলের একটা দায়িত্ব আছে আশেপাশের সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে সহযোগিতা ও সহভাগিতার মাধ্যমে নৈতিকতা ও মূল্যবোধ বিস্তারের কাজ করা। বিভিন্ন শিক্ষামূলক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রমে প্রতিবেশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে সঙ্গী করে বা জড়িত করে সেখানে বৃহত্তর সেবাদান করতে পারে। কয়েক বছর পূর্বে কারিতাস বাংলাদেশের মাধ্যমে বাংলাদেশের কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর কাথলিক শিক্ষাবোর্ড এই কাজটি করে যাচ্ছিল। বর্তমানে ফাণ্ড সংকটের কারণে এই ভাল কার্যক্রমটি স্তিমিত হয়ে গেছে। তবে এটা শুধু কাথলিক শিক্ষাবোর্ডের কাজ নয়, বরং এটা প্রত্যেকটি কাথলিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কাজ। কাথলিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর কর্তৃপক্ষকে এই কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার জন্য কাথলিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

উপসংহার

কাথলিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাজীবন শেষে ছাত্র-ছাত্রীরা কি নিয়ে গর্ব করে বা তারা তাদের মাতৃপ্রতিষ্ঠানকে কেন স্মরণ করে? তারা তাদের ভাল রেজাল্ট বা ফলাফলের জন্য গর্ব করতে পারে, তাদের প্রতিষ্ঠানের নিয়ম-শৃঙ্খলা বা নিয়মানুবর্তিতা নিয়ে গর্ব করতে পারে, তারা কয়েকজন শিক্ষক বা শিক্ষিকার আদর-ভালবাসার কথা স্মরণ করে এখানে মাঝে-মাঝে ফিরে-ফিরে আসতে পারে। কিন্তু তারা কয়জন কাথলিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আদর্শ ধারণ করে; আর তা করলেও তা কি শুধু মুখেই? কাথলিক মণ্ডলী যে আদর্শের জন্য স্কুল বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে, তাদের কয়জন সেই আদর্শ ধারণ করে বা অনুশীলন করে? এখন তো দেখা যায় যে কাথলিক স্কুল থেকে পাশ করা ভাল ছাত্র-ছাত্রীদের প্রায় কেউই সেই স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকা হতে আসে না। কাথলিক ছাত্র-ছাত্রীদের যারা এই প্রতিষ্ঠানে কাজ করতে আসে, তারা কি অন্য চাকুরী যোগাড় করতে পারেনি বলেই এখানে আসে? এই মন্তব্য করা খুবই অপমানজনক, কিন্তু বর্তমানে এমন কথা তো প্রায়ই শোনা যায়। আর যারা নিজেদের যোগ্যতায় নয়, বরং কাথলিক স্কুল কতৃপক্ষের অনুকম্পায় শিক্ষকতার কাজ করার সুযোগ পায় তারা কি নিজেদের দুর্বলতার কথা ভাবে, নাকি নানা দায় দাবী করে কর্তৃপক্ষকে বিব্রত করে? কাথলিক শিক্ষা শুধু যাজক ও ধর্মব্রতীদের দায়িত্ব নয়। এই কাজের দায়িত্ব সকল বিশ্বাসীদেরই নিতে হবে; তবে যে যেভাবে পারবে, সেইভাবেই। কাথলিক শিক্ষা কর্তৃপক্ষের উচিত কাথলিক ছাত্র-ছাত্রী বা অকাথলিক ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে যাদের প্রতিভা ও আগ্রহ রয়েছে তাদেরকে শিক্ষাদান কার্যে তাদেরকে জড়িত ও প্রস্তুত করা যেন তারা এই কাজকে নিজের আহ্বান ও পেশা হিসাবে গ্রহণ করতে পারে। তবেই কাথলিক শিক্ষার উদ্দেশ্য, অর্থাৎ সমাজের সমন্বিত উন্নয়ন, নবায়ন ও রূপান্তর সম্ভব। আশা করব আমাদের দেশে কাথলিক শিক্ষাকার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে খ্রিস্টীয় লক্ষ্য পূরণ করে পরিচালিত হবে॥

ধরিত্রী আবাসভূমির পরিবেশ সংরক্ষণে প্রকৃতির ও মানবের প্রযুক্তির ভূমিকা

বিশপ থিয়োটনিয়াস গমেজ সিএসসি

(৩৪ সংখ্যায় প্রকাশের পর)

৬. আমাদের করণীয়: "হোক তোমার প্রশংসা" পত্রটি নিয়ে আমাদের করণীয় অনেক ও দীর্ঘকালীন ব্যাপার। তবে নিম্নোক্ত চারটি বিষয়ে আমরা তাৎক্ষণিকভাবে কিছু শুরু করতে পারি, যা আমাদেরকে পত্রটির প্রতি মনোযোগি হতে সহায়তা করবে:

১. দূষণমুক্ত প্রতিবেশ ও পরিবেশ গড়ে তোলা : আমরা লক্ষ্য করছি এবং অনেকভাবে বলছি যে, আমাদের আশেপাশে বিশেষভাবে শহরের, কারখানার বিভিন্ন এলাকাতে অনেক দূষণ, দুর্গন্ধ, আবর্জনা ও পচনের স্তুপ। প্রথমেই প্রয়োজন আমরা যার-যার বাড়ি-ঘর, উঠান, প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় পরিসর ইত্যাদি দূষণমুক্ত ও পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখি। বাড়ির ছোট-বড় সবাই, প্রতিষ্ঠানের সকলে, বিশেষত স্কুল-কলেজের এবং প্রাথমিক স্কুলে সকলে নিজেদের স্থানসমূহ দূষণমুক্ত রাখি। আলাপ আলোচনার ও কর্মসূচীর মধ্যদিয়ে বিষয়টি একটি আন্দোলনের মত করে নেয়া প্রয়োজন। বিষয়টি খুবই জরুরী।

২. খাদ্যের দূষণ বর্জন: পরিবেশ দূষণ বিষয়ে যেমন, খাদ্যের ব্যাপারেও লাগামবিহীনভাবে হাইব্রিডায়ন এবং বৃদ্ধি ও পরিপক্বকরণার্থে বিভিন্ন বিষাক্ত রসায়ন প্রয়োগ প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে যাচ্ছে। ভাল খাদ্যকে অখাদ্য করে ফেলা হচ্ছে অধিক পরিমাণ লাভের এবং সময়ের আগে পরিপক্ক করার জন্যে। সাধারণ দূষণের ব্যাপারে যেমন খাদ্য দূষণের ব্যাপারেও বাড়ির ছোট-বড় সবাই, প্রতিষ্ঠানের সকলে, বিশেষভাবে স্কুল-কলেজের এবং প্রাথমিক স্কুলে সকলে নিজেদের উঠানে এবং আশেপাশে জৈব পদ্ধতিতে শাক-সবজি, ফলমূল ইত্যাদি উৎপাদনে যেন যথাসাধ্য চেষ্টা করি। এ বিষয়টিও একটি আন্দোলনের মত করে তোলা প্রয়োজন।

৩. প্রকৃতিজাত সামগ্রীর ব্যবহার: বাজারী কৃত্রিমসামগ্রী বহু। যখন-তখন বাজারী কৃত্রিম দ্রব্যাদির মোহ ও ব্যবহার কমিয়ে প্রকৃতিজাত অকৃত্রিম দ্রব্যাদির প্রতি মনোযোগি হওয়া ও ব্যবহার করা, যেমন বাগানের ফুল, বিভিন্ন সাজ-সজ্জা ও ব্যবহার্য বিষয়াদি, আসবাবপত্র ইত্যাদির ব্যাপারে। তাতে আছে অধিক প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও মাধুর্য; থাকে কৃষ্টিবোধ।

৪. মানবিক বিভাগের শিক্ষার প্রতি আরও মনযোগী হওয়া ও মূল্য দেওয়া: অনস্বীকার্য যে বর্তমান সময়ে কর্মসংস্থান ও অর্থলাভের জন্য বাণিজ্য ও বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার ব্যবস্থাপনা এবং তার প্রতি অনুরাগ বেশি। তবুও সাথে-সাথে মানবিক বিভাগের শিক্ষার প্রতি সবারই যত্নশীল হওয়া প্রয়োজন, কেননা মানবিক শিক্ষাক্রম আমাদেরকে নৈতিক হতে সহায়তা করবে। অন্তত যেখানে বাণিজ্য শিক্ষা প্রধান, সেখানে মানবিক শিক্ষা পার্শ্ব-পাঠ্যক্রম হওয়া প্রয়োজন। ভবিষ্যতে মানবিক বিভাগের শিক্ষায় শিক্ষিতদের জন্য কর্মসংস্থান ও অর্থলাভ সার্বিক রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ব্যবস্থাপনায় নিশ্চিত হলে, তা আরও আকর্ষণীয় ও গ্রহণীয় এবং বাস্তবায়িত হতে পারবে। তাতে জাগতিক ও মানবিক উন্নয়ন আরও একাত্ম হয়ে চলতে পারবে॥ **(সমাপ্ত)**

বিশ্ব শিক্ষক দিবস-২০২০
“শিক্ষক : সংকটে নেতৃত্বদাতা, ভবিষ্যতের পুনর্নির্মাতা”

ব্রাদার নির্মল ফ্রান্সিস গমেজ সিএসসি

আইএলও/ইউনেস্কোর প্রস্তাবনা অনুসারে ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৫ অক্টোবর বিশ্ব শিক্ষক দিবস হিসেবে উদ্‌যাপন করা হয়। এই দিনে শিক্ষকের অধিকার, দায়িত্ব, পেশার গুণগত মান, শিক্ষকের মর্যাদা, বর্তমান ও ভবিষৎ শিক্ষার জন্য প্রস্তুতি-প্রশিক্ষণ, নিয়োগ, পদোন্নতি, শিখন ও শিক্ষার পরিবেশ, উচ্চশিক্ষায় গবেষণা ইত্যাদি বিষয় গুরুত্বের সাথে পর্যালোচনা করা হয়। ইউনেস্কোর সাথে আইএলও এবং আর্ন্তজাতিক শিক্ষা (Education International) যৌথভাবে দিবসটি পালনের ব্যবস্থা করে থাকে। এবছর করোনা মহামারীর কারণে আর্ন্তজাতিক উৎসবটি ভার্চুয়ালি ৫-১২ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হবে।

অপরাপর বছরগুলোর মতো ২০২০ খ্রিস্টাব্দেও আয়োজক সংস্থা বিশ্ব শিক্ষক দিবস পালনের জন্য যুগোপযোগি একটি শিরোনাম/মূলভাব বেছে নিয়েছে। *“Teachers: Leading in crisis, reimaging the future”* যেন শিক্ষকগণ শিক্ষকতার পেশাটাকে উদ্‌যাপন করতে পারেন, পেশাগত অর্জনের সন্ধান করতে পারেন, যেন তাদের অধিকারের কথা গুরুত্বের সাথে বিবেচনাধীন হয়, কেননা কাউকে পিছনে ফেলে না রেখে একসাথে আগামীর পথে এগিয়ে নিয়ে গিয়ে তারাইতো বিশ্বময় শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনের লক্ষ্যে নিজেদের জীবন নিবেদনের মাধ্যমে শ্রেষ্ঠ সেবাটি দিয়ে যাচ্ছেন।

করোনা মহামারীকালে গোটা বিশ্বে ইতোমধ্যেই শিক্ষাব্যবস্থা মোকাবেলা করছে চরম সংকট আর বর্ধিত নানা ব্যবস্থা/উপায় অবলম্বনের মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে নেওয়ার প্রয়াস হয়ে দাঁড়িয়েছে শিক্ষকদের সামনে বর্ধিত একটি চ্যালেঞ্জ; কেননা শিক্ষকগণই প্রকৃতপক্ষে উদ্ভুত এই পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য নেতৃস্থানে নিজেদের যুক্ত করেছেন। দেশ, অঞ্চল বা বিশ্বের পরিস্থিতি যা-ই হোক না কেন প্রতিটি শিশুর/মানুষের শিক্ষার অধিকার নিশ্চায়ন করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব এবং তা পাওয়া শিশুর/মানুষের সর্বজনীন মানবাধিকার *(সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা পত্র: অনু: ২৬:১,২,৩ এবং শিশু অধিকার ঘোষণাপত্র ১৯৫৯ অনু:৭)*। অন্যদিকে, বিশ্বময় টেকসই উন্নয়নের লক্ষমাত্রায় চারটি মৌলিক বিষয়ের মধ্যে শিক্ষা হলো অন্যতম একটি লক্ষ্য। এই আইনগত অধিকার এবং টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে পৌঁছতে; নিজ জীবন, পরিবার-পরিজনের জীবন-মৃত্যুর অনিশ্চয়তাকে হাতে নিয়ে বিশ্বময় শিক্ষাব্যবস্থা সচল রাখার জন্য শিক্ষকগণ অঞ্চল ও সামর্থ ভেদে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়ে বর্ধিত নানা কৌশল রপ্ত করে শিক্ষার অধিকার বাস্তবায়নের কাজে সরাসরি যুক্ত হয়ে আত্মনিবেদন করেই যাচ্ছেন। এর গুরুত্ব অনুধাবন করে ইতালির শিক্ষামন্ত্রী ইউনেস্কোর ভার্চুয়াল সভায় মন্তব্য করে বলেছেন, “শিক্ষার্থীর সামনে শিক্ষক এবং শিক্ষকের শিক্ষাগত সম্পর্কের উপস্থিতির বিকল্প হিসেবে অন্য কোন কিছুই আমরা প্রতিস্থাপন করতে পারি না, তবে আমাদের আর কোন বিকল্প নেই এবং তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি প্রতিষ্ঠান প্রধান, শিক্ষক, পিতা-মাতা এবং শিক্ষার্থীদের সমর্থন করার জন্য আমাদের সকলেরই যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত”।

বৈশ্বিক মহামারীতে শিক্ষায় সংকট মোকাবেলায় শিক্ষকের নেতৃত্বের যুগান্তকারী স্বাক্ষর

নেতৃত্বে শিক্ষক

যুগে-যুগে বিশ্বের যে কোন দেশের সঙ্কটময় অবস্থাগুলোর ইতিহাস দেখলে অবশ্যই এটাই প্রতীয়মান হয় যে, শিক্ষকগণ নিজেরা সংকটময় পরিবেশে জীবনের অনেক চ্যালেঞ্জ ও সমস্যাকে জর্জরিত হবার পরও, ব্যক্তিগত, পরিবার ও সমাজ জীবনের নানা অনটনের শিকার হবার পরেও, শিক্ষার অধিকার নিশ্চায়ন করতে, শিক্ষাব্যবস্থার স্বাভাবিক গতি ধরে রাখতে বা ফিরিয়ে দিতে বহু মূল্যবান ত্যাগস্বীকারের স্বাক্ষর রেখেছেন। এবারে কোভিড-১৯ যখন বিশ্বকে স্তব্ধ করে দিয়েছে, একে-একে আক্রান্ত হয়েছে দেশের পর দেশ, মৃত্যুর কোলে আত্মসমর্পণ করেছে অগণিত মানুষ, থেমে গেছে অন্যান্য সব কিছুর মত শিক্ষাদান ও গ্রহণের স্বাভাবিক প্রক্রিয়া, তখন শিক্ষা পরিবারের মধ্যে শিক্ষকসমাজই নিজের হাতে তুলে নিয়েছেন দায়িত্বটুকু। কোভিড-১৯ বিশ্বের চলমান প্রথাগত শিক্ষাব্যবস্থার পরীক্ষা নিয়েছে, অপ্রস্তুত বিশ্ব তাতে যখন প্রায়ই অকৃতকার্য হবার পথে উপনীত হতে যাচ্ছে, তখন মূলত শিক্ষকসমাজই সেই পরীক্ষা মোকাবেলায় ঝাঁপিয়ে পড়েছেন যদিও তারাও অপ্রস্তুত, প্রশিক্ষণবিহীন এবং প্রয়োজনীয় সরঞ্জামহীন শূন্য হাতেই ছিলেন। এই নেতৃত্বে এখনও শিক্ষক অগ্রণী ভূমিকায় থেকে প্রতিদিন সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন, মোকাবেলা করছেন চলমান চরম সংকট।

একমাত্র উপায় ভার্চুয়াল পদ্ধতি

করোনার এই মহামারীর সময়ে সবচেয়ে উপযুক্ত, গ্রহণযোগ্য ও স্বাস্থ্যবিধিসম্মত পদ্ধতি ভার্চুয়াল ও দূরশিক্ষা বিধায় শিক্ষকদের এই প্রচেষ্টা বিশ্বময় সর্বোচ্চ স্বীকৃতি লাভ করেছে। ইউনেস্কোর তথ্যমতে, গত মার্চ মাসে ইতালিয়ান সরকার দেশের শিক্ষার্থীদের শিক্ষা চলমান রাখার জন্য রাষ্ট্রীয়ভাবে সর্বোচ্চ অর্থ বিনিয়োগ করে শহর এবং গ্রামাঞ্চলের ৮.৫ মিলিয়ন শিক্ষার্থীর ভার্চুয়াল শিক্ষা নিশ্চায়নের জন্য ইন্টারনেট সংযোগের ব্যবস্থা করেছেন। মেক্সিকোতে যেখানে মাত্র ৬০% শিক্ষার্থীর ইন্টারনেট সংযোগ ও ব্যবহারের সামর্থ ছিল সেখানে তারা শতভাগ শিক্ষার্থীর শিক্ষা নিশ্চিতকরণের জন্য উন্মুক্ত টেলিভিশনের মাধ্যমে দূরশিক্ষণ ও ভার্চুয়াল ক্লাশের ব্যবস্থা করেছে। ইউএসএ সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যেখানে অভিন্ন কারিকুলাম সেখানে অভিন্ন পদ্ধতি এবং যেখানে ভিন্ন-ভিন্ন কারিকুলাম সেখানে ভিন্ন পদ্ধতিতে দূরশিক্ষণ ও ভার্চুয়াল পদ্ধতির ব্যবহার করে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বাংলাদেশেও এর ব্যতিক্রম হয়নি।

সরঞ্জামের অভাবেও সংকট মোকাবেলা

মার্চ মাসের হিসেব অনুযায়ী বিশ্বময় ১.৫ বিলিয়ন শিক্ষার্থীর স্কুল বন্ধ ছিল আর ৬০ মিলিয়ন শিক্ষক ছিলেন গৃহবন্ধী। এই হিসেব আজ কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে তা শুধুই অনুমেয়। এই অবস্থায় শিক্ষকের কোন প্রস্তুতি ছিল না, বলতে গেলে হাতে তেমন কোন সরঞ্জামই ছিল না। নেটওয়ার্ক, ডিভাইস, অভ্যাস কোনটাই ছিল না তাদের হাতে। কিন্তু কোথাও বসে ছিলেন না কোন শিক্ষক। চাকুরী কিংবা পেশাগত কারণে, শিক্ষার্থীদের ওপর নৈতিক দায়বোধ থেকে আর অবশেষে শিক্ষা বন্ধ থাকলে এই শিক্ষার্থীদের বর্তমান সময় দূর্বিষহ হবে এবং তাদের ভবিষৎ অনিশ্চয়তায় পড়বে বিধায় সকল চ্যালেঞ্জ উৎড়িয়ে শিক্ষক সমাজ খাপ খাইয়ে নিয়েছেন ও যুগের প্রয়োজনে সাড়া দিয়েছেন সকল কার্যকরী পদক্ষেপে।

প্রশিক্ষণবিহীন শিক্ষকের স্বশিক্ষায় শিক্ষিত হবার কথা

ক্যামেরার সামনে কথা বলতে হবে বা রেকর্ডিং করে ক্লাস পোস্ট করতে হবে, লাইভ ক্লাস নিতে হবে, মাল্টিমিডিয়ায় ক্লাস প্রস্তুত করতে হবে, এনরয়েড/স্মার্টফোন ব্যবহার করতে হবে, অথচ বিশ্বময় কজনেরই বা ইন্টারনেট ব্যবহারের অভ্যাস ছিল! মার্চ মাসের মধ্যেই প্রায় ১৬৫টি দেশে শিক্ষার স্বাভাবিক কার্যক্রম বন্ধ হয়ে গেছে আর আজ তার সংখ্যা প্রায় শতভাগে পৌঁছেছে। আর তখনই ইউনেস্কো ভেবেছে, শিক্ষকদের দ্বারা যে কোনভাবেই হোক না কেন শিক্ষার্থীদের শিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে নিতেই হবে। শিক্ষার্থীদের যে শুধু একাডেমিক শিক্ষাই প্রয়োজন ছিল তা কিন্তু নয়; তাদের মানসিক

সমর্থন আরো বেশি প্রয়োজন ছিল। এই প্রয়োজনে সাড়া দিতে গিয়ে ধীরে-ধীরে প্রশিক্ষণ না থাকা শিক্ষকগণ সবকিছু আয়ত্ত্ব করে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন শিক্ষার্থী ও অভিভাবকের পাশে।

মনস্তাত্ত্বিক সমর্থনহীনতায়ও এগিয়ে চলা

দূর-শিক্ষণ এবং ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে পড়ালেখা চালিয়ে যাওয়ার পদক্ষেপে প্রায় সকল দেশেই শিক্ষক সমাজ অভিভাবক ও জন সমাজের নেতিবাচক মন্তব্য, সমর্থনহীনতা ও তাচ্ছিল্যের শিকার হয়েছেন। প্রথম দিকে মনস্তাত্ত্বিকভাবে শিক্ষক অনেক কটুক্তিরও শিকার হয়েছেন। পত্র-পত্রিকায় ব্যঙ্গ করে কখনো-কখনো শিরোনাম এসেছে "বেতন নেওয়ার কৌশল হিসেবে শিক্ষকগণ ভার্চুয়াল ক্লাসের নাম ব্যবহার করছেন"। বিশ্বময় ভার্চুয়াল পদ্ধতির এমন আশঙ্কাজনক পরিস্থিতি বুঝতে পেরে ইউনেস্কোর মহাপরিচালক আন্দ্রে অযওয়েল বলেছিলেন, "এই পরিস্থিতিতে কাজ কারার দায়িত্ব একটি সম্মিলিত বিষয়", অন্যদিকে, সহকারী পরিচালক স্টেফানিয়া জিনিয়ান্নি বলেন, "মানসিক দক্ষতার দিকে সকলের মূলদৃষ্টি নিবদ্ধ করা উচিত"। অন্যদিকে, যে শিক্ষার্থী বা সন্তানদের বর্তমান সংকট মোকাবেলা ও সুন্দর আগামীর জন্য শিক্ষক নিজের জীবন ও পরিবারের সকল বাস্তবতা মোকাবেলা করেও এতটা চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন, তাকে মানসিকভাবে দুর্বল করে দিয়ে তার প্রচেষ্টাকে গুড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে অনেকাংশে। তবুও শিক্ষক তার নেতৃত্বে আজও রয়েছেন নিষ্ঠাবান, নিবেদিত ও নিয়োজিত আর অবশেষে সে বিজয়ী।

বিশ্বময় বহু সংখ্যক শিক্ষার্থী ছিল ইন্টারনেট ও ডিভাইসবিহীন

শুধু শিক্ষক নন, ইউনেস্কোর তথ্যমতে, বিশ্বে ৫০%-৪৩% শিক্ষার্থীর কাছে দূর প্রশিক্ষণ ও ভার্চুয়াল শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য কোন ডিভাইস ছিল না। শিক্ষক যদিও নিজের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে শিক্ষা ও শিক্ষার্থীকে মানবিক ও মানসিক সমর্থন যোগানোর প্রচেষ্টায় মত্ত, তখন সেই শিক্ষার্থীর হাতেই নেই ডিভাইস। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে তা আরো কতই না কঠিন বাস্তবতা ছিল। এরই মধ্যে শিক্ষক প্রতিটি পরিবারের সাথে যোগাযোগ সৃষ্টি করে, ডিভাইসের প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়ে, উৎসাহ দিয়ে, কখনো-কখনো অর্থায়নের উপায় বের করে দিয়ে, তা ব্যবহারের পদ্ধতি শিখিয়ে, নিজের না থাকলে বিকল্প পথ দেখিয়ে হলেও শিক্ষার্থীকে যুক্ত করার প্রয়াসে বিচরণ করছেন সমাজের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত।

নতুন-নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন ও রপ্তকরণ

কথায় আছে, *'Survival for the fittest'* সময়ের আবর্তে এ বিশ্বে তারাই টিকে থাকে যারা সময়, পরিবেশ-পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে, যুগের চাহিদা ও আহ্বানে তাৎক্ষণিক সাড়া দিতে পারে এবং উদ্ভূত পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে জানে। শিক্ষক সমাজ সকলের আগে, কোভিড-১৯ পরিস্থিতি এভাবেই মোকাবেলা করেছেন। তাই এত সংক্রমণ, এত ভয়, এত মৃত্যু, এত বিধিনিষেধ কোন কিছুই শিক্ষাব্যবস্থা বন্ধ করতে পারেনি, বঞ্চিত হয়নি আমাদের আগামীর প্রজন্ম।

নতুন পরিবেশ তৈরি করে নানাভাবে শিক্ষা কার্যক্রম চলমান রাখা

প্রশিক্ষণবিহীন ২০১৯ কিংবা ২০২০-এর প্রথম দিকের সেই শিক্ষক আজ আর সেই অবস্থায় বা সেই অবস্থানে নেই। ইতোমধ্যে, নিজেই আয়ত্ত্ব করে নিয়েছেন নানা কৌশল, নতুনত্ব, উন্নততর পদ্ধতি। বছরের গোঁড়ার দিকে ইউনেস্কোর আহ্বানে যখন কোস্টারিকা, ক্রোয়েশিয়া, মিশর, ফ্রান্স, ইরান, ইতালি, জাপান, মেক্সিকো, নাইজেরিয়া, পেরু এবং সেনেগাল ভার্চুয়াল সভা করে আলোচনা করছিলেন এই অবস্থায় কিভাবে শিক্ষা কার্যক্রম সচল রাখা যায়; তখন তারা শিক্ষকের অপ্রস্তুত অবস্থা, সরঞ্জামের অপ্রতুলতা ইত্যাদি বিষয় নিয়েই বেশি উদ্বিগ্ন ছিলেন। কিন্ত সেই থেকে শুরু আর আজ অবধি শিক্ষকসমাজ প্রমাণ

করেছেন শিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে নিতে তারা অতি দ্রুততার সাথে সবকিছুই রপ্ত করে নিতে পারেন। বিশ্বময় শিক্ষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে যে প্রশিক্ষণ হয়তো দশ বছরেও সম্ভব হতো না করোনা তা কয়েক মাসেই সম্ভব করে দিয়ে গেছে।

অন্তর্ভূক্তির সফল চেষ্টা

কোন শিক্ষার্থী যদি এই দূরশিক্ষণ বা ভার্চুয়াল শিক্ষা গ্রহণ থেকে বাদ পড়ে যায় তবে বিশ্বে বিশেষ করে শিশু শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার হার অনেক বেড়ে যাবে। এই নেতিবাচক সম্ভাবনাকে মাথায় রেখে সকল দেশে সকল প্রতিষ্ঠানে প্রতিষ্ঠানিকভাবে এবং ব্যক্তি পর্যায়ে শিক্ষকসমাজ প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন নানা মাধ্যমে অভিভাবক ও শিক্ষার্থীর সাথে যুক্ত হতে আর তাদের শিক্ষা গ্রহণে সম্পৃক্ত করতে। আমাদের দেশের কথাই ধরা যাক, অনলাইন বা ইন হাউজ পরীক্ষা হচ্ছে, শিক্ষার্থীর উত্তরপত্র জমার হার দেখে বুঝা যায় প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষক সফলতার কত উচ্চ শিখরে অবতীর্ণ হয়েছেন।

টেক হোম প্যাকেজ তৈরি

দূর-শিক্ষণ ও ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে শিক্ষাদান ও গ্রহণ যখন সফলতার সাথে চলছিলো ঠিক তখন শিক্ষা পরিবার শির্ক্ষাথীর শিখন ফল যাচাইয়ের জন্য, মূল্যায়নের জন্য, পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তীর্ণের জন্য তৈরি করেছে নান ধরণের টেক হোম পদ্ধতি। ক্লাসের কাজ বাড়িতে বসে করবে, হোমওয়ার্ক বাড়িতে বসে, এমন কি পরীক্ষাও বাড়িতে বসেই দিবে। সেগুলো শিক্ষকের কাছে পৌঁছে দেবার জন্যেও উদ্ভাবন করেছেন নানা কৌশল। অবশ্য এখানে সততার প্রশ্নটি বার-বার উদয় হলেও এর চেয়ে যুগোপযোগি আর কি হতে পারে! শিক্ষক কিন্তু অনলাইন চেক-ইন, প্রতিষ্ঠানে কিংবা বাড়িতে বসে মূল্যায়ন করে শিক্ষার্থীকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিয়েই যাচ্ছেন। এই কাজগুলো নিরলসভাবেই করে চলেছেন।

অভিভাবককে ঝামেলামুক্ত রাখার নানা প্রচেষ্টায় নিরত

করোনার প্রভাবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যাওয়ার প্রথম দিকের দিনগুলোতে স্কুল/কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়বিহীন সন্তানকে সামাল দিতে অভিভাবগণ নিশ্চয় ভিন্ন ধরণের অভিজ্ঞতা করেছেন। অনেক শিশু-কিশোর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন এমন কি পীড়নের শিকার হয়েছে। মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে অনেকে, হতাশা-নিরাশা আর অবশেষে নানা ধরণের আসক্তিও ভর করেছে অনেকর ওপর। বদলে গেছে আচার-আচরণের নানাদিক, অবাধ্যতার ভূত চেপে বসেছিল অনেকের ঘাড়ে। এই অবস্থায় যখন শিক্ষক সমাজ শিক্ষা চালিয়ে যাওয়ার নেতৃত্বে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন তখন নিশ্চয় পিতা-মাতা অনেকটা হাফ ছেড়ে শান্তির নিশ্বাস কেটেছেন। প্রতিষ্ঠানগুলো এবং শিক্ষকগণ অবিরত নতুন-নতুন পন্থার উদ্ভাবন করে চলছেন কিভাবে শিক্ষার্থীকে শিখন পদ্ধতিতে স্বকীয় ও সক্রিয় রাখা যায়, কিভাবে অভিভাবকের উক্ত অভিজ্ঞতা লাঘব করা যায়।

ক্ষতি পুষিয়ে নেবার পরিকল্পনা প্রণয়ন

দূরশিক্ষণ ও ভার্চুয়াল ক্লাস, উদ্ভাবিত নতুন নতুন পদ্ধতিতে মূল্যায়ন করে আপাতত শিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়া হলেও শিক্ষক সমাজ অনুধাবন করে যে, এটি শিক্ষার স্বাভাবিক গতি-প্রকৃতি কিংবা অবস্থা নয়। তারা আরও অনুধাবন করছেন, শিক্ষার স্বাভাবিকতার কতটুকু ক্ষতি হয়েছে। প্রতিটি শিক্ষা দপ্তর, প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি হিসেবে শিক্ষক নিয়ত ভেবে-ভেবে আগামী দিনের জন্য এখনই বহুমূখী পরিকল্পনা তৈরি করছেন কিভাবে করোনা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে এই ক্ষতি পুষিয়ে নেবেন। লক্ষ্য একটাই শিক্ষার্থীর মঙ্গল।

ভবিষ্যতের শক্ত ভিত রচনার প্রয়াস

এক বছর বা অনির্দিষ্ট সময়কাল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকলে, শিক্ষক হয়তো এক সময় তার বেতন পাবেন না, পেশা বদল করে ভিন্ন উপার্জনের পথ ধরতে হবে ইত্যাদি নানা কথা বলাই যায়। শিক্ষক হয়তো জীবন ও জীবিকার জন্য কিছু একটা পথ খুঁজে নিতেই পারেন। কিন্তু সামাজিকভাবে দেখেছি, আজকের অসংখ্য শিক্ষার্থীর জীবনে ঘটে যাওয়া বিষয়গত জ্ঞানের ঘাটতি কাটিয়ে পরবর্তী শ্রেণীর জন্য সে কিভাবে প্রস্তুত হবে? পূর্বজ্ঞান ছাড়া নতুন বিষয় ও অধ্যায় সে কিভাবে আয়ত্ত্ব করবে, তার সামাজিকীকরণের ঘাটতি, তার মানসিক অবসাদ ও মানবিকতার অবনতি, শিক্ষার্থীর জীবনে আসা নির্যাতন-নিপীড়নের ক্ষত, চারিত্রিক ও আচরণের নেতিবাচক পরিবর্তন, নানা কিছুতে আসক্ত হয়ে পড়ার সম্ভাবনা, অবশেষে বাল্য বিবাহ ও যৌন নিপীড়নের মত ভয়াবহ ক্ষতিসমূহ অভিভাবকমণ্ডলী কিভাবে পুষিয়ে নিবেন? যদি উক্ত প্রশ্নগুলোর উত্তর ও পরিস্থিতির বাস্তবতা নেতিবাচক হয় অর্থাৎ ক্ষতিগুলো যদি আমাদের সন্তানদের জীবনে ঘটেই যায় তবে ভবিষৎ বা আগামী দিনের অবস্থাটা কি হবে? এই সকল প্রশ্নের উত্তর বা সমাধান খুঁজছেন শিক্ষক এবং তাতে আত্মনিবেদন করে সফলতার পাল্লা অবশ্যই প্রশংসনীয়ভাবে ভারী করেছেন তারা। তাইতো শিক্ষকদের বলা হয়েছে সংকটময় বর্তমানের আঘাতে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কাঙ্ক্ষিত পুনর্নির্মাতা।

ভর্ৎসনার/তিরস্কারের কিন্তু শিক্ষক থেমে নেই

বিশ্বের নানা দেশে শিক্ষকের এই প্রচেষ্টার কম-বেশি নানা সমালোচনা, গুণগত মান নিয়ে বিষমাখা তীর নিক্ষেপ, বেতন নেবার কৌশল বলে তিরস্কারের ময়লা ছুড়ে দেওয়া সহ নানা ভর্ৎসনা, আর্থিক অনিশ্চয়তার মত ঘটনা আমাদের দেশেও পুনরাবৃত্তি ঘটছে অহরহ অত্যন্ত দক্ষতার সাথে। কিন্তু শিক্ষার্থীর প্রতি নৈতিক দায়িত্ববোধ থেকে, মহান পেশার দায়িত্ববোধ থেকে, সমাজ সচেতন শিক্ষিত শিক্ষকসমাজ থামেননি আজও। নিজ-নিজ অবস্থান থেকে, নিজ-নিজ সামর্থ অনুসারে, শিক্ষার্থীদের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি ও সামর্থ বিবেচনা করে প্রতিনিয়ত উদ্ভাবন করে যাচ্ছেন নতুন কৌশল। তাইতো করোনার মহামারী থামিয়ে দিতে পারেনি শিক্ষাব্যবস্থা। তাইতো, শিক্ষাদান পেশা মহান, তাইতো শিক্ষক মহান আর তাই মানুষ গঠনে এই মানুষগুলোর অবদান ইহকাল জীবন্ত থাকবে।

অবশেষে

করোনা মহামারীর রূঢ় বাস্তবতার নিরিখে ২০২০ খ্রিস্টবর্ষে উক্ত প্রতিপাদ্য বিষয় শিক্ষকের নেতৃত্বে আন্তরিক প্রচেষ্টা, পরিকল্পনা, নিরলস পরিশ্রম এবং সফলতার এক স্বীকৃতির মাইলফলক। বৈশ্বিক যে কোন দূর্যোগে অতীতের মতো এবারও শিক্ষক সমাজের ভূমিকা প্রশংসনীয় ও ঈর্ষণীয় সফলতার দাবীদার। শিক্ষকগণ সবই করেছেন শিক্ষার্থী ও তার পরিবারের, সর্বোপরি, মানব সমাজের বর্তমান সংকট মোকাবেলা করতে ও উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সম্ভাব্য ভঙ্গুর ভবিষতকে পুনর্নির্মাণের মহান ব্রত হিসেবে। শিক্ষক দিবস উপলক্ষে বিশ্বময় সকল শিক্ষককে মানব সমাজের জন্য সংকট মোকাবেলার এই যুগান্তকারী ইতিহাস রচনার জন্য জানাই আন্তরিক অভিনন্দন, কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ। শিক্ষকতা সেবাদান চিরকালই সম্মানের শ্রেষ্ঠত্ব ধরে রাখুক ॥

কৃতজ্ঞতাস্বীকার :

1. *The Washington Post, 27 March;2020 (https://www.washingtonpost.com/education/2020/03/26/nearly-14-billion-children-around-globe-are-out-school-heres-what-countries-are-doing-keep-kids-learning-during-pandemic/)*

2. *UNESCO; World Teacher's Day Celebration in 2020*

নয়ানগর খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি.

স্থাপিত ১৯৯২ খ্রী.,রেজি. নং: ৭১/৯৮, ক-৪৭/১, নদ্দা, গুলশান, ঢাকা-১২১২

২৮তম বার্ষিক সাধারণ সভার সংশোধিত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা "নয়ানগর খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি." এর সম্মানিত সকল সদস্য-সদস্যাদের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, অনিবার্য কারণবশত ২৮তম বার্ষিক সাধারণ সভার তারিখ ৬ নভেম্বর ২০২০ খ্রিস্টাব্দ পরিবর্তিত হয়ে আগামী ২০ নভেম্বর ২০২০ খ্রিস্টাব্দ, রোজ: শুক্রবার, স্থান: ডি' মাজেনড্ কাথলিক মিলনায়তনে অত্র সমিতির ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের ২৮তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে।

সমবায়ী শুভেচ্ছান্তে

শুভজিৎ সাংমা
সম্পাদক
ব্যবস্থাপনা কমিটি

বিপ/১৬৭/২০

ভাদুনে জমি বিক্রয়

গাজীপুরের ভাদুনে কাথলিক গির্জার সন্নিকটে রাস্তার সংলগ্ন ওয়াল ঘেরা কিচেন ও টয়লেট সহ ঝামেলামুক্ত সোয়া ২ কাঠা ২.২৫ জমি বিক্রয় হবে শুধুমাত্র খ্রিস্টান পরিবারের জন্য।

আগ্রহী খ্রিস্টান পরিবার নিম্নোক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন

মোবাইল: ০১৭১৫১১৯১১৪

বিপ/১৬৮/২০

শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে বন্ধুত্ব

বাণী ম্যাগডেলিন রোজারিও

শিক্ষক মানে ভালোবাসা, শিক্ষক মানে পথচলা। একজন শিক্ষক তাঁর সর্বস্ব দিয়ে দায়-দায়িত্ব পালন করে থাকেন। একজন আদর্শ শিক্ষক তাঁর গুণাবলী দ্বারা শিক্ষার্থীদেরকে আকর্ষণ করে থাকেন। তাই শিক্ষক দিবসে সকল শিক্ষককে জানাই বিনম্র শ্রদ্ধা। আদরের ছাত্র মৃন্ময়। লেখাপড়াতে যেমন তুখোর, আচার আচরণেও তেমনি কোনো কমতি নেই। সকলের ভালোবাসায় তার বেড়ে ওঠা। শিক্ষকদের নানা সাহায্য-সহযোগিতায় ও দিক নির্দেশনায় পথ চলছে মৃন্ময়। গণিত শিক্ষক মো. নাসিম তার খুবই পছন্দের একজন ব্যক্তি। মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে স্যারের ক্লাশগুলো করে থাকে ছাত্ররা। সকল ছাত্রদের সাথে তাঁর বন্ধুত্বসুলভ আচরণ। পিতৃতুল্য স্যার মৃন্ময়কে দেখিয়েছে জীবনের পথ। কখনই স্যারের কথা ভুলবে না।

সবেমাত্র, প্রাইমারির গণ্ডি পেরিয়ে হাই স্কুলে পা রাখল মৃন্ময়। কিছু বুঝার আগেই দুষ্টু ছাত্ররা তার পিছু নিল। কোনো ভালো কাজকে সমর্থন করত না। একদল দুষ্টু ছাত্রদের হাত থেকে মৃন্ময়কে বাঁচিয়ে নিয়ে এলো এই নাসিম স্যার। প্রাইমারিতে থাকাকালীন সময়ে অনেকের মুখে স্যারের নাম শুনেছে। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি স্যার তার কাছে প্রিয় হয়ে উঠবে তা সে কল্পনা করেনি। একদিন টিফিন পিরিয়ডে স্যার দেখল, দুষ্টুদের দলটি মৃন্ময়কে কীভাবে অপদস্ত করছে। মৃন্ময় তো আর ওদের সাথে পারছে না। কোনো ভালো কিছু করলেই মৃন্ময়কে তারা কোনঠাসা করে রাখে, ভয় দেখায়। আর মারধরের চেষ্টা করে। কিন্তু যার যে বৈশিষ্ট্য সেটাতো আর লুকানো থাকে না। তার বৈশিষ্ট্যগুলো ধীরে-ধীরে বেরিয়ে আসবে।

মৃন্ময় চিন্তা করল এই দুষ্টু ছাত্রদের কীভাবে ভাল করা যায়। শ্রেণীকক্ষে মনোযোগ সহকারে ক্লাস করতে বাঁধা দেয় সবসময়। কখনও-কখনও মৃন্ময়কে ধাক্কা মেরে বেঞ্চ থেকে ফেলে দিয়ে হাসাহাসি করে। অত্যন্ত ভদ্র বলে মৃন্ময় কিছুই বলে না। নাসিম স্যার ওদের লক্ষ্য করে বলল, তোমরা যে মৃন্ময়কে নিয়ে এরকম করছ সেটা কিন্তু ভালো নয়। মৃন্ময় কিন্তু ইচ্ছে করেই তোমাদেরকে কিছু বলছে না। যদি ভেবে থাক যে, মৃন্ময় বোকা সাদাসিধে, তাহলে লাভ হবে না। মৃন্ময় দেখেছে যে, তোমরা কিভাবে দুষ্টুমি ছেড়ে প্রতিটি ক্লাসে মনোযোগি হও এবং সকলের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি কর। এ কথা শুনে মৃন্ময় তো অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল স্যারের দিকে। এ কি বলছে স্যার, উনি কি তাহলে মানুষের মনের কথা বুঝতে পারে?

কখন যে স্যার মৃন্ময়কে আবিষ্কার করল তা সে বুঝতেই পারলো না। মনে-মনে বেশ খুশিই হলো সে। ক্লাস শেষ করে স্যার যখন চলে যাচ্ছে, মৃন্ময় সাহস করে পিছন দিক থেকে স্যারকে ডাক দিয়ে বলল, স্যার আপনি কি মানুষের মনের কথা পড়তে পারেন? স্যার উত্তর দিল কেন? ঐ যে আপনি ওদেরকে ঐ কথাগুলো বললেন, ও আচ্ছা! তাহলে শোন, আমি অনেক দিন ধরে দেখছি ওরা তোমাকে এভাবেই বিরক্ত করছে, কিন্তু তুমি কিছু বলছ না। তখনই আমি বুঝতে পেরেছি, তুমি আসলে বুদ্ধিমান ও ভদ্র একজন ছেলে। তুমি চাওনি ওদের সাথে মারামারি ও কথা কাটাকাটি করতে কিংবা প্রধান শিক্ষকের কাছে নালিশ করতে। তুমি চেয়েছ ওরা তোমার এই নীরবতা থেকেই ভালো একটা শিক্ষা পাবে। আর তাই হবে দেখে নিও। স্যার, আমি আপনার কথা প্রাইমারিতে থাকাকালীন সময়ে অনেক শুনেছি। আর আজকে নিজেই প্রমাণ পেয়েছি ছাত্রদের সাথে আপনার বন্ধুত্বের সম্পর্কের বিষয়ে। আপনি এত সুন্দর ও সাবলীলভাবে অংকগুলো বোঝান যেন মনে হয় গল্প করছেন। কীভাবে যে জটিল সমস্যাগুলো সহজ করে বুঝিয়ে দেন তা ভাবাই যায় না। তাইতো আপনি আমারও বন্ধু হয়ে গেলেন। আপনার সাথে আমার এই ছোট্ট জীবনের সবকিছু সহভাগিতা করতে চাই।

মৃন্ময়, তুমি কিছু ভেবো না, সংকোচ না করে আমাকে সবকিছু বলতে পার। আমি কথা দিচ্ছি আমি কোনদিন কারও সাথে তোমার কথাগুলো আলাপ করব না। গোপনীয় থাকবে। স্যারের এই আশ্বাসে মৃন্ময় যেন জীবনের চলার পথটি খুঁজে পেলো। দীদার কাছে থেকে পড়াশুনা চালিয়ে যাচ্ছে মৃন্ময়। ছোট্টবেলায় দিদার সংস্পর্শে থেকেই সে ভালো আদব-কায়দাগুলো রপ্ত করেছে। এ পর্যন্ত মৃন্ময়ের জন্য তার দীদার কোন কথা শুনতে হয়নি। সবাই ভালোই বলে। দিদার সাথে তো আর সব ব্যাপারে কথা বলা যায় না। নাসিম স্যারের আশ্বাসে সে যেন স্বপ্ন দেখতে শুরু করল। একটু সময় পেলেই স্যারের সাথে কথা বলার জন্য চলে আসে। সারাদিনের ছোট-খাট বিষয়গুলো স্যারকে বলে সে আনন্দ পায়। স্যারও খুব খুশি মৃন্ময়ের মতো ছোট বন্ধু পেয়ে। দুজন দুজনকে ভালোবাসে, বিশ্বাস করে, স্নেহ করে ও সম্মান করে।

এভাবেই ছাত্র ও শিক্ষকদের মধ্যে কখন যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি হয় তা বলা ও বুঝা যায় না। এমনি করেই বেঁচে থাকুক ও অটুট থাকুক ছাত্র-শিক্ষকের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক॥

সুখ-সাগর

কৃষ্টিনা হীরা

সুখের নেশায় ঘুরি-ফিরি চারিদিকময়
কোথায় সুখ, কোথায় সুখ,
একটু সুখ দাও না আমায়।
পৃথিবীতে সুখ বলে কিছু নেই,
সুখ পাখিটা থাকে যে অচিনপুরে।

কেন সুখ পাখিটার পিছনে ঘুরছ?
মিছে মায়ায়, মিছে অন্বেষণ কেন করছ?
ধন-দৌলত, অহংকার-অহমিকার মাঝে
সুখ খুঁজে পাওনি কি এতটুকু?
মান-সম্মান আধিপত্তের মাঝে।

হাতছানি দিয়ে সুখ ডাকেনি তোমায়?
সুখ-সাগর থেকে ঘুরে এলাম আমি
সেখানে তো কোন সুখ নেই, সুখ নেই!

এত বড় সুখ সাগরে, সুখের বিন্দুমাত্র নেই
আছে শুধু দুঃখ-যন্ত্রণা, অশ্রুজলের লেশ
সুখ আসে স্বর্গ হতে আবার চলে যায় স্বর্গে
প্রাণ পাখিটা সুখ খুঁজে পায় মনের আনন্দে।

রমণী সুখ খুঁজে নাও তোমার স্বামীর বক্ষেতে
সন্তানেরা সুখ খুঁজে পায়,
পিতা-মাতার কোলেতে।
সুখ-সুখ বলে কেন ঘুরছ ত্রি-ভুবনেতে
সুখ-সাগরের ফোয়ারাতে তোমার মনেতে।

সুখের স্বর্গ গড়তে হয় নিজ মনেতে
তবেই তো সুখ সাগরের দেখা মিলবে।
প্রেমিক যেমন সুখ খুঁজে পায় প্রিয়ার বুকে
তেমনি তুমিও সুখ খুঁজে নাও ধরণীর বুকে॥

স্ট্রেস (Stress) বা মানসিক চাপ ও নিরাময়ের উপায়

ব্রাদার লিটন জে রোজারিও সিএসসি

ভূমিকা: ইংরেজী শব্দ stress এর সাথে আমরা অনেকেই পরিচিত। বর্তমান সময়ে প্রায় সবাই কোন না কোন মানসিক চাপ বা stress এর মধ্যদিয়ে যাচ্ছি। করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হবার ভয় সারাক্ষণ যেমন আমাদের মধ্যে কাজ করছে। অন্যদিকে, বেঁচে থাকার তাগিদও আমাদের পিছু ছাড়ছে না। এই মহামারীর মধ্যেও অনেকে সামনে থেকে সংগ্রাম করে যাচ্ছেন এবং জীবনের তাগিদে ঘরের বাইরে যেতে হচ্ছে। অন্যদিকে, ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও অনেকে ঘরে বসেই দিন পার করছে। এছাড়া উপার্জনের একমাত্র অবলম্বন চাকুরি হারিয়ে অনেকেই দিকভ্রান্ত হয়ে পড়েছে। যার ফলে মানসিক চাপ বা স্ট্রেস কিন্তু কাউকেই পিছু ছাড়ছে না। এখন প্রশ্ন হতে পারে আমরা কি স্ট্রেস বা মানসিক চাপ ছাড়া জীবন-যাপন করতে পারি। উত্তর হচ্ছে না? কারণ এটি প্রকৃতগতভাবেই আমাদের শরীরের মধ্যে রয়েছে যা আমাদেরকে বিভিন্ন বিপদের উপস্থিতি বুঝতে ও তা থেকে রক্ষা পেতে সাহায্য করে। তবে নেতিবাচক বা নেগেটিভ স্ট্রেসকে যদি সঠিকভাবে উপশম বা ম্যানেজ করতে না পারি তা ধীরে-ধীরে আমাদেরকে নানাবিধ গুরুতর অসুস্থতার দিকে নিয়ে যায়। এখন প্রশ্ন হতে পারে, এই স্ট্রেস কি, কত প্রকার এবং এর প্রভাব আমাদের জীবনে কতটুকু?

স্ট্রেসকে সাধারণত দুই ভাগে করা হয়।

১। ইউস্ট্রেস (Eustress) শারীরিক বা হরমোন নির্ভর এবং অন্যটি হল

২। ডিসস্ট্রেস (Distress) মানসিক চাপ/পীড়ন/যন্ত্রণা।

ইউস্ট্রেসকে (Eustress) ইতিবাচক হিসেবে দেখা হয়, যা আমাদেরকে বিভিন্ন বিপদের সংকেত প্রদান করে বা বিপদের হাত থেকে রক্ষা করে এবং জীবনকে নতুনভাবে সাজাতে সাহায্য করে। বিশেষভাবে এটি ব্রেইন কেন্দ্রিক বা হরমোন নির্ভর হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ আচমকা, যখন কোন বন্য প্রাণীর সামনে পড়ি, তা থেকে লড়াই বা পালিয়ে বাঁচার জন্য আমাদের ব্রেইনে 'কর্টিসল' নামক এক ধরনের হরমোন নির্গত হয় এবং তা হৃদযন্ত্রের মধ্যে তাৎক্ষণিক স্নায়ুচাপ বৃদ্ধি করে। এই চাপই সেই স্থান ত্যাগ করা বা বিপদের সঙ্গে লড়াই করবার জন্য ব্রেইনে সংকেত দিতে থাকে। আর সেই হরমোনের ইশারাই নিজেকে রক্ষার করার জন্য আমরা দৌড়ে পালাই বা ভয়ঙ্কর বিপদের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে লড়াই করি। বিপদ কেটে যাবার পর হরমোনের প্রভাবও কমে যায়, আর আমাদের শরীরও স্বাভাবিক অবস্থায় ফিয়ে আসে। এই চাপ আমাদের শারীরিক বা মানসিক তেমন কোন ক্ষতি করে না, যদি না দীর্ঘ সময় স্নায়ুর চাপ আমাদের মধ্যে স্থায়ী হয়। তবে অনেকে আতঙ্কে বা অতি ভয়ে জ্ঞান হারিয়ে নিজেকে রক্ষা করার ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলতে পারে। তবে জ্ঞান ফিরলে ব্যক্তি আবার স্বাভাবিক পর্যায়ে ফিরে আসে। সর্বোপরি, ইউস্ট্রেসকে আমরা ইতিবাচক হিসেবে বা ভাল কিছু করার একটি তাগিদই বলতে পারি। যেমন: পরীক্ষায় ভাল ফলাফলের আশায় সঠিকভাবে পড়াশুনা করা, নিজের অবস্থান ঠিক রাখার জন্য সময়মতো সব কাজ করা, নিজেকে আনন্দে রাখার জন্য দূরে কোথাও বেড়াতে যাওয়া, সন্তান জন্মদান, সন্তানকে মানুষ করার তাগিদ প্রভৃতি। এই চাপগুলো হল স্বল্পকালীন। এই স্নায়ুচাপ আমাদেরকে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। বলা যেতে পারে, অনেকটা সাইকেলের প্যাডেল বা ইঞ্জিন চালিত নৌকার পাখা বা হাতে বাওয়া নৌকার বৈঠার মত। যেই প্যাডেল বা বৈঠার চাপে নৌকা বা সাইকেল সারাক্ষণ সামনের দিকেই যেতে থাকে। ইতিবাচক চাপ আমাদেরকে সাফল্যের দিকেই নিয়ে যায়।

অন্যদিকে ডিসস্ট্রেস (Distress) হলো মানসিক চাপ/যন্ত্রণা/পীড়ন (Mental/Psychological)। এটি হল একটি দীর্ঘকালীন নেতিবাচক প্রভাব যা আমাদের মানসিক বিষয়কে ছাপিয়ে শরীরের ওপর প্রভাব বিস্তার করে।

নেতিবাচক চাপ বা স্ট্রেস কি, এর উৎসগুলো কি কি এবং এর প্রভাবে আমাদের কি ধরনের ক্ষতি হতে পারে? গবেষণায় দেখা গেছে, প্রিয়জনকে হারানো, সম্পর্কের সমস্যা, বিচ্ছেদ, চাকুরি হারানো বা চাকুরির ক্ষেত্রে কাজের অতিরিক্ত চাপ, অনিশ্চিত ভবিষৎ, আর্থিক সঙ্কট, দীর্ঘ সময়ের অসুস্থতা, পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব, ইত্যাদি হল নেতিবাচক চাপের বড় উৎস। এই বিষয়গুলো দীর্ঘ সময় ধরে মনের ওপর চেপে বসে যা আমাদের আচরণে প্রভাব বিস্তার করে এবং একই সাথে শরীরের মধ্যে নানাবিধ উপসর্গ পরিলক্ষিত হয়। যেমন: মাথা ঘোরা, মাথা ব্যাথা, পেটে ব্যাথা, পেটে গ্যাস ও হজম সমস্যা, ঘুমের সমস্যা, ঘাড়ের মধ্যে বা মাংসপেশীতে চাপ অনুভব করা, ওজন কমে যাওয়া, গ্যাস্ট্রিক-আলসার, উচ্চ রক্তচাপ, ডাইবেটিস, এবং এমনকি অপ্রত্যাশিত মৃত্যুর দিকেও আমাদের ঠেলে দিতে পারে। তাই নেতিবাচক চাপের কারণ শুধু ব্যক্তিগতই নয়, বরং পারিবারিক, সামাজিক ও পরিবেশগত বিষয়ও জড়িয়ে রয়েছে।

বর্তমান বিশ্বের পরিসংখ্যান : An estimated 25% people suffer from mental health disorders worldwide. Almost 7 million people suffer from anxiety and depression in Bangladesh. There are several factors that can cause stress among youths, both academic and non-academic, ranging from socio-economic, environmental, cultural and psychological attributes. However, these are not widely researched in Bangladesh. This study identified the factors that affect the mental health of students due to examinations in Bangladesh, particularly the socio-demographic, lifestyle and psychological factors. An online cross-sectional survey was conducted on May 2020 with a sample size of 210 tertiary level students in Dhaka. A modified DASS-21 was used to measure stress, anxiety and depression scores related to examination. Binary logistic model showed that those who lived with family, spent time with parents, had regular sufficient (self-assessed) sleeps and consumed balanced (self-assessed) diets had significantly lower stress, anxiety, and depression. Balanced lifestyle with greater social bonding might help to better equip youths to reduce stress, anxiety, and depression during examination, which could be an avenue for future intervention studies.

১. বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ২০২০ খ্রিস্টাব্দের তথ্য মতে, পৃথিবীতে প্রতি চারজনের মধ্যে একজন লোক মানসিক সমস্যায় ভোগে।

যার মধ্যে শতকরা ৬০.৮% লোক ভোগেন হতাশায়, শতকরা ৭৩% লোক ভোগে উদ্বেগ বা anxiety এবং মানসিক পীড়ন বা স্ট্রেসে ভোগে ৬২.৪ লোক। অন্য একটি পরিসংখ্যানে দেখা গেছে বাংলাদেশে শতকরা ৫৪.৩% লোক ভোগেন হতাশায়, শতকরা ৬৪.৮% লোক ভোগে উদ্বেগ বা anxiety এবং মানসিক পীড়ন বা স্ট্রেসে ভোগে ৫৯.০%.৪ *(Hossain et al., 2014, Alim et al., 2017, Saeed et al., 2018, Mamun and Griffiths, 2019, Mamun et al., 2019).* বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ২০১২ খ্রিস্টাব্দের একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে, মানসিক চাপ বা স্ট্রেসের কারণে বাংলাদেশে ১০, ১৬৭ জন কিশোর আত্মহত্যার চেষ্টা করেছে যাদের গড় বয়স ১৩-১৭ বয়স এবং যার মধ্যে শতকরা ৪% ছিল ছেলে এবং ৬ % ছিল মেয়ে। এই পরিসংখ্যানগুলো বিশ্লেষণ করলে আমরা বুঝতে পারব এই স্ট্রেস বা মানসিক চাপ আমাদের কোথায় নিয়ে যেতে পারে। তাই নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর আলোকে আমরাই পারি আমাদের জীবন আচরণে পরিবর্তন এনে নিজেদের বিপদ বা ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করতে।

এই নেতিবাচক অবস্থান থেকে বেরিয়ে আসতে হলে বা মানসিক চাপ কমাতে হলে নিম্নে উল্লিখিত বিষয়গুলো আমাদের সহায়তা করতে পারে।

শরীর চর্চা, ইয়োগা ও মেডিটেশন :

ব্যক্তিগত জীবনে অনেক ব্যস্ততা থাকা সত্ত্বেও এই নেতিবাচক চিন্তা বা চাপ থেকে বেরিয়ে আসার জন্য শরীর চর্চা, ইয়োগা ও মেডিটেশন অত্যন্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ পন্থা। এগুলো আমাদের মানসিক চাপ দূর করার সঙ্গে-সঙ্গে অনেক বড়-বড় শারীরিক রোগ থেকে নিরাময় দান করতে পারে। নিয়মিতভাবে এগুলো অনুসরণ করতে না পারলেও যখনই সময় হয় তখনই এগুলোর মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে রাখতে হবে। এছাড়া অতি বেশি যন্ত্রনির্ভর না হয়ে কায়িক পরিশ্রম করার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। বিশেষভাবে, নিজের ঘর নিজে পরিস্কার করা, কাপড় ঘুছিয়ে রাখা, ঘরের সামনে বা ছাঁদে ছোট-খাটো বাগান করা, কম দূরত্বে হেঁটে চলাফেরা করার অভ্যাস করা ইত্যাদি যা আমাদের মানসিক প্রশান্তি দান করতে পারে।

ইতিবাচক মনোভাব ও সম্পর্ক :

এটি আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে, কর্মক্ষেত্রে ও পারিবারিক পর্যায়ে সুষম জীবনের সন্ধান দিতে পারে। সব বিষয়ে ইতিবাচক মনোভাব বজায় রাখাটা যদিও অত্যন্ত কঠিন একটি কাজ। তবুও আমাদেরকে সর্বদা চেষ্টা করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, পরিবারের কেউ যদি বাড়ি ফিরতে দেরি করে, আমরা ইতিবাচকভাবে চিন্তা না করে প্রথমেই নেতিবাচক দিকগুলো সামনে নিয়ে আসি এবং অযথা শরীর ও মনের ওপর চাপ বৃদ্ধি করি। আবার একান্ত আপন কারও ফোন না পেলে বা ফোনে না পেলে সন্দেহের বশবর্তী হয়ে অনেক সময় নেতিবাচক চিন্তা করতে শুরু করি। তাই সুস্থ ও সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার জন্য ইতিবাচক মনোভাবের বিকল্প নেই। প্রতিদিনের অভ্যাস আমাদের জীবন চিত্রকে অনেকটাই বদলে দিতে পারে। আরও একটি উদাহরণ দিতে চাই, আমরা যদি রাতের খাবারের পর প্রতিদিন দাঁত ব্রাশ করার অভ্যাস গড়ে তুলি এবং কোন একদিন বাদ পড়ে, তাহলে আমাদের মনে কেমন একটা অস্বস্তিবোধ হয়, কি যেন একটা বাদ পড়েছে আমরা তা বুঝতে পারি। এমন কি ঘুমাতে গেলেও ঘুম আসতে চায় না। ঠিক তেমনিভাবে আমরা যদি ইতিবাচক মনোভাব গড়ে তুলি, তাহলে অনেক অহেতুক মানসিক চাপ থেকে রক্ষা পেতে পারি।

না বলতে পারা ও ভুল স্বীকার করা :

আপাতদৃষ্টিতে 'না' বলাটা কঠিন হলেও চাপ বা স্ট্রেস থেকে নিজেকে রক্ষা করতে হলে এই 'না' বলাটা বলতে শিখতে হবে। অজুহাত হিসেবে নয় কিন্তু যখন দেখব কোন একটি কাজ আমার পক্ষে সম্ভব নয় বা সময় খুব কম তখন অন্যকে খুশী করার চেয়ে 'না' বলতে পারাটা অনেক চাপের হাত থেকে আমাদের রক্ষা করতে পারে। তবে তা স্থান-কাল-পাত্র ভেদে ভিন্ন হতে পারে। বিশেষভাবে কর্মক্ষেত্রে এটি একটি চ্যালেঞ্জপূর্ণ বিষয়। চাকুরি বাঁচানোর তাগিদে হয়তো সময় না থাকা সত্ত্বেও 'না' বলতে পারব না। তবে সেই সমস্ত ক্ষেত্রে 'আমি পারবো' এই ইতিবাচক মনোভাব ও মনে আনন্দ নিয়ে কাজটি করতে হবে। তাহলে মনের ওপর বিরূপ প্রভাব কম পড়বে। অন্যদিকে, নিজের ভুল বা দোষ স্বীকার করাটাকে অনেকটা নিজেকে ছোট করার সঙ্গে তুলনা করে থাকি। এই মনোভাবের কারণে অন্যদের সঙ্গে আমাদের দূরত্ব তৈরি হয়। ধীরে-ধীরে সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যায়। অনেক সময় আবার মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে আরও বেশি করে মিথ্যা বলতে থাকি এবং এই মিথ্যাকে সত্য বলে প্রমাণিত করতে ছলনা বা অভিনয়ের আশ্রয় নিয়ে থাকি। এতকিছু করার পরিবর্তে আমরা যদি নিজের ভুল স্বীকার করতে শিখি বা দুঃখিত বলতে শিখি, তাহলে আমরা অনেক চাপমুক্ত থাকি বা বিপদ মুক্ত থাকতে পারি।

সময়ের কাজ সময়ে করা :

ইংরেজী শব্দ **প্রক্র্যাস্টিনেশ্যান** (procrastination) মানে হল কোন কাজ ফেলে রাখা বা পরে করব এই মনোভাবকে বুঝায়। মনস্তাত্ত্বিক সমাজেও এটি একটি আচরণগত সমস্যা হিসেবে দেখা হয়। এই সমস্যার কারণে অনেকে জীবনে বড়-বড় সুবর্ণ সুযোগ হারিয়ে থাকে, আবার নিজেই নিজের জীবনে চাপ সৃষ্টি করে। বিশেষভাবে, কোন কাজ শেষ সময়ে করার ফলে অত্যন্ত মানসিক চাপ সৃষ্টি হয়। অন্যদিকে, সময় কম থাকার কারণে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সেই কাজটিকে গুছিয়ে শেষ করতে পারে না। পরিণামে সৃষ্টি হয় অনুশোচনা বা হতাশা। এইভাবেই আমরা নিজেরাই নিজেদের ওপর চাপ সৃষ্টি করে থাকি। অনেককে বলতে শোনা যায় 'এখনো অনেক সময় আছে', 'পরে করব', অসুবিধা নাই; এই কথাগুলোই অনেক সময় আমাদের জীবনে কাল হয়ে দাঁড়ায়। বিশেষভাবে, কোন কারণে যদি অসুস্থ হয়ে পড়ি, কোন দুর্ঘটনা ঘটে বা অন্যকোন কাজ হঠাৎ করে একই সময়ে সামনে চলে আসে। তখন আমরা অনুশোচনা করি। কেন এই কাজটা আগে থাকতে করলাম না। আবার বলি বিপদ যখন আসে সবদিক থেকেই আসে। তাই আমাদের উচিত সময়ের কাজ সময়ে শুরু ও শেষ করা। তাহলে মানসিক চাপের প্রভাব অনেকটা কমে যাবে।

পর্যাপ্ত ঘুম ও বিশ্রাম :

আমরা অপ্রয়োজনেই অনেক সময় নিজেকে ব্যস্ত রাখি এবং নিজেদের বিশ্রামের বা ঘুমের সময় কমিয়ে ফেলি। তাই বেশিরভাগই সময়ই অপর্যাপ্ত ঘুম বা বিশ্রামের অভাবে আমাদের মনে মানসিক চাপ সৃষ্টি হয়। বিশেষভাবে, শারীরিক ক্লান্তি আমাদের মন ও মেজাজকে খিঁট-খিঁটে করে তুলে। তাই একান্ত প্রয়োজন ছাড়া নিজের ঘুমের বা বিশ্রামের সময়গুলো নষ্ট না করে আমরা যদি সঠিক পরিমাণে (৭-৮ ঘন্টা), সঠিক সময়ের (রাত ৯টা থেকে ১১টা) মধ্যে নিয়মিতভাবে বিছানায় যেতে পারি, তাহলে মানসিক চাপ অনেকটাই কমে যায় এবং শরীর মন দুই প্রফুল্ল থাকে। তবে যারা বিভিন্ন শিফটিং ডিউটি (Shifting Duty) বা বিজনেজ করে থাকে তাদের জন্য এটি একটি বড় চ্যালেঞ্জ। একই সময়ে বলা যায়, আমাদের ব্রেইন ক্যামেস্ট্রি বা হরমোনের কারণে শুধুমাত্র ইচ্ছাশক্তি দ্বারা আমরা অনেক সমস্যার সমাধান করতে পারি। কারণ যারা নাইট ডিউটি (night duty)করে বা সকালের দিকে ঘুমাই তারা যে সবাই মানসিক চাপে ভোগে বা অসুস্থ হয়ে পড়ে এমন নয়। মূলকথা হলো প্রয়োজন মানসিক প্রশান্তি ও পর্যাপ্ত বিশ্রাম॥ **-(চলবে)**

সুস্বাস্থ্যের জন্য সুস্থ মনের দরকার

মালা রিবেরু

আজ আমার শরীর ভালো নেই, কারণ আমার পেট ব্যথা, মাথা ব্যথা অথবা জ্বর হয়েছে, কিন্তু আজ আমার শরীর ভালো না বলি না যে, আজ আমার আত্মীয় মারা গেছে, তার জন্য যে আমার মনের বা ভাবের যে স্বাভাবিক অবস্থান থেকে পরিবর্তন হয়েছে তা শরীরের অংশ হিসাবে ধরি না বা মনে করি না? আমরা সুস্বাস্থ্য বলতে শুধু শারীরিক স্বাস্থ্য বুঝি, কিন্তু বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সংজ্ঞা অনুযায়ী আমরা একজন মানুষকে তখনই সুস্থ বলবো, যখন একজন ব্যক্তি যখন শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিকভাবে সুস্থ থাকবে। এর প্রমাণস্বরূপ আমরা বলতে পারি, কোন ব্যক্তি অথবা তার ঘনিষ্ঠ কোন আত্মীয় শারীরিকভাবে অসুস্থ থাকে যদি, তাহলে সে ঠিকমতো খাওয়া-দাওয়া করতে, ঘুমাতে পারে না, হাসিমুখে কথা বলতে পারে না, আবার কেউ যদি কোন দুসংবাদ শোনে খাওয়া-দাওয়া, না ঘুমানোর পাশাপাশি ঘন-ঘন পায়চারি করা, উচ্চ রক্তচাপের পাশাপাশি, মূর্চ্ছা যেতে পারে? এর সাথে আধ্যাত্মিক স্বাস্থ্য বলতে আমরা ধর্মীয়ভাবে সুস্থ থাকাকে বুঝি, কারণ ধর্মীয়ভাবে যদি সুখী না হয় এর প্রভাব শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যেও পড়ে। যেমন আমরা যদি বির্ধমী কাউকে বিয়ে করি, তাহলে বিয়ে হওয়ার আগে ধর্মীয় বিশ্বাস, অনুশাসনে বেড়ে উঠে বিয়ের পরে অন্য ধর্মচর্চা ও মনে বিরাট প্রভাব ফেলে।

মানসিক স্বাস্থ্য যে শরীরে প্রভাব ফেলে তার প্রমাণ আমরা বর্তমান বৈশ্বিক করোনার প্রাদুর্ভাবের কারণে দেখতে পেয়েছি যে, হঠাৎ করে মানুষের মধ্যে চাপের কারণে রাতে ঘুম কমে যাওয়া, দুশ্চিন্তা ,খাওয়া-দাওয়া কমে যাওয়ার মতো ছোট-খাট মানসিক সমস্যার পাশাপাশি বেকারত্ব, ঘরবন্দি থাকার জন্য হাতাশা/বিষাদের মতো মারাত্মক মানসিক সমস্যা ভুগছে, যা কিনা আত্মহত্যার অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবে গণ্য করা হয়? বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO, ২০১৮) রিপোর্ট অনুযায়ী প্রতি ৪০ সেকেন্ডে একজন মানুষ আত্মহত্যা করে, এবং বছরে ৮০০,০০০ মানুষ শুধু আত্মহত্যা করে যা যুদ্ধ ও হত্যা করার চেয়ে অনেক বেশি আছে? এবং আত্মহত্যার প্রবণতা বেশি নিম্নআয়ের দেশগুলো ১৫-২৯ বছরের মানুষ মারা যাওয়ার দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে আত্মহত্যা? এবং এর খারাপ প্রভাব পরিবারে, সমাজের পাশাপাশি দেশেও পড়ে। অন্যকে উৎসাহিত করে আত্মহত্যার দিকে ধাবিত হতে? সবচেয়ে আর্শ্চযের বিষয় যে বর্তমানে ৪৫০ মিলিয়ন মানুষ বিভিন্ন রকম ছোট-খাট মানসিক সমস্যাসহ মারাত্মক সমস্যায় ভুগছে, যার কারণে দেশ ও জাতির সামনে এক বিপদ অপেক্ষা করছে? ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম (২০১৮) উল্লেখ করেছে যে, মানসিক স্বাস্থ্য ব্যাধিগুলি বিশ্বের প্রতিটি দেশেই বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং যদি সম্মিলিতভাবে ব্যর্থতার সমাধান না করা হয়? তবে ২০১০ থেকে ২০৩০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বৈশ্বিক অর্থনীতিতে ১ ট্রিলিয়ন ডলার ব্যয় হতে পারে।

মানসিক স্বাস্থ্যসেবা নিতে/পরিবারের কেউ মানসিকভাবে অসুস্থ হলে হাসপাতালে নিয়ে চিকিৎসা করাতে আমরা লজ্জাবোধ করি, মনে করা হয় মানসিক অসুস্থতা পরিবারের অভিশাপ, কিন্তু প্রাথমিক পর্যায়ে যদি সমস্যা নির্ণয় করে ঠিকমতো চিকিৎসা করা হয়, তাহলে সে স্বাভাবিক মানুষের মতো অধিকার নিয়ে বসবাস করতে পারে? মানসিক স্বাস্থ্যকে গুরুত্ব দিয়ে *WFMH (the World Federation for Mental Health)* ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে ১০ অক্টোবর থেকে বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস পালন করে আসছে? এবারের প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে "সবার জন্য মানসিক স্বাস্থ্য, বৃহত্তর বিনিয়োগ-বৃহত্তর উপলব্ধি করার ক্ষমতা /বৃদ্ধি *(Mental Health for All, Greater Investment Greater Access).*

সুতরাং, সর্বজনীন স্বাস্থ্য কভারেজ (ইউএইচসি) এর লক্ষ্য অনুসারে, সুস্বাস্থ্য এবং সুস্বাস্থ্যের জন্য টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য হিসাবে মূল লক্ষ্য হিসাবে চিহ্নিত, বিশ্বজুড়ে স্বাস্থ্য সাম্যতার জন্য আকাঙ্ক্ষা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছে (জাতিসংঘ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ (SDG), নিউ ইয়র্ক: জাতিসংঘ; ২০১৫ খ্রিস্টাব্দে) ১৭টি লক্ষ্য) সারাবিশ্বে ব্যবহার করার অনুরোধ করেন, তাহলেই স্বাস্থ্য বলতে শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক বুঝি তা সম্পন্ন হবে। ইউনিভার্সাল হেলথ কভারেজটির অর্থ হল যে সমস্ত লোকেরা আর্থিক কষ্ট ছাড়াই তাদের প্রয়োজনীয়। মানসম্পন্ন স্বাস্থ্যসেবাগুলিতে গ্রহণ করতে পারে। এটি সম্ভব এবং এটি ব্যক্তি ও পরিবার এবং সম্প্রদায়ের প্রয়োজন এবং পছন্দকে কেন্দ্র করে স্বাস্থ্য এবং সুস্থতার জন্য সমাজের একটি সামগ্রিক পদ্ধতির গ্রহণ করে যা শক্তিশালী প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা দিয়ে শুরু করতে হবে। সমস্ত বাস্তবের জন্য স্বাস্থ্য তৈরি করতে সরকারকে মানসিক স্বাস্থ্যে বিনিয়োগ করতে হবে এবং দেশের জনগণকে মানসিক স্বাস্থ্যের সেবা নিতে উৎসাহিত করতে হবে?

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মহাপরিচালক ডাঃ টেড্রোস অ্যাধনম ঘেরবাইয়িস বলেছেন:

"বিশ্ব সার্বজনীন স্বাস্থ্য কভারেজের ধারণাটি গ্রহণ করছে। মানসিক স্বাস্থ্য অবশ্যই ইউএইচসির একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হতে হবে। কাউকেই মানসিক স্বাস্থ্যসেবা অ্যাক্সেস করা উচিত নয়? কারণ তিনি বা তিনি দরিদ্র বা দূর্গম স্থানে থাকেন।"

এই লক্ষ্যে মানুষের মনে বিভিন্ন কুসংস্কারকে দূরীকরণে চিকিৎসা নিতে উৎসাহিত করতে হবে? তা না দেশ ও জাতি ভবিষ্যতে যে মারাত্মক সমস্যার দিকে ধাবিত হচ্ছে তা থেকে মুক্তি পাওয়া খুবই দুরূহ হবে।

সূত্র : *wfmh.global › world-mental-health-daz-2020*

স্রষ্টার সৃষ্টিতে ....

১৬ পৃষ্টার পর

কোটি ডলারের আর্থিক ক্ষতি হচ্ছে। আর বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এ পরিমাণ বছরে ১৪০০ কোটি ডলার। অতিরিক্ত শব্দের কারণে বায়ু দূষণ হচ্ছে। বন্যপ্রাণী শিকার বা নিধন করার ফলে পরিবেশ নিজস্ব ভারসাম্য হারাচ্ছে। এ রকম করে চলতে থাকলে কতদিন প্রকৃতি স্বাভাবিক অবস্থায় থাকবে তার প্রশ্নবিদ্ধ। মানুষ মানুষকে ক্ষমা করে, কিন্তু প্রকৃতি কখনও কাউকে ক্ষমা করে না। প্রকৃতি আজ আমাদের দ্বারা এত অত্যাচারিত হচ্ছে যার কারণে অনেক সময় রুদ্রমূর্তি ধারণ করছে এবং জনজীবন ধ্বংস হচ্ছে। তাই এখনই আমাদের সৃষ্টির প্রতি সঠিক দায়িত্ব পালন করার মধ্যদিয়ে সৃষ্টিকে আরও সুন্দর করে গড়ে তুলতে পারি। সৃষ্টির সমস্ত কিছুতে স্রষ্টার অদৃশ্য উপস্থিতি রয়েছে। তাঁর এ সৃষ্টি কত সুন্দর কত মহিয়ান! তাই আসুন সৃষ্টির ভালবাসায় তথা জীবন রক্ষায় সৃষ্টিকে ভালবাসি তাহলে সৃষ্টিও আমাদের ভালবাসবে। আসুন সৃষ্টির মধ্যদিয়ে সৃষ্টিকাজে ঈশ্বরের সহযোগিতা করি, এই পৃথিবী সুস্থ ও সুন্দর আবাসরূপে গড়ে ওঠে নবাগতদের জন্য ॥

স্রষ্টার সৃষ্টিতে আমাদের দৃষ্টি

ডিকন লেনার্ড রোজারিও

"সুন্দর পৃথিবী তুমি সুন্দরও ভগবান
সৃষ্টি তোমার প্রতি ক্ষণে-ক্ষণে গাহে তব
মহিমা গান, তুমি সুন্দর ভগবান "

এই পৃথিবীর রূপকার ঈশ্বর তাঁর রঙের তুলিকা দিয়ে সুন্দরভাবে ধরিত্রীকে সুষমামণ্ডিত করেছেন। ঈশ্বর হলেন সব কিছুর কারিগর সু-নিপুণ শিল্পী। প্রত্যেকটি কারিগর চায় তাঁর সৃষ্টিকর্ম যেন উত্তম হয়, কারণ সৃষ্টির মধ্যদিয়েই স্রষ্টার প্রকাশ পায়। পবিত্র বাইবেলে আদিপুস্তকে আমরা দেখি ঈশ্বর ছয়দিনব্যাপি উত্তমরূপে সব কিছু সৃষ্টির উত্তমতার মধ্যেই মানুষের বসবাস। মানুষের বসতির মধ্যে মানুষের কৃষ্টিগত মূল্যবোধের ছাপ লক্ষ্যণীয়। জাতি-গোষ্ঠী, দেশ-কালের মধ্যে কৃষ্টিগত ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। পরিবেশ, বাস্তবতা ও প্রয়োজনের আল্লেখ্য জীবন ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। এতে মানুষের মনন, শিল্প, রুচি, বিশ্বাস ও জীবনের প্রকাশ ঘটে। সৃষ্টির দিক তাকিয়ে আমরা কি দেখি, তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হলো স্রষ্টার এই অপরূপ সৃষ্টিকে কি দৃষ্টি নিয়ে দেখি। অনেক বিখ্যাত চিত্রশিল্পীদের দেখি তাদের নিজেদের সৃষ্টিতে বা চিত্রতে তারা নিজেরা এবং অন্যদের প্রেমের বন্ধনে বাঁধতে পেরেছেন। রেনেসাঁ যুগের অন্যতম বিখ্যাত ভাস্কর, চিত্রকর ও স্থপতি মাইকেল এঞ্জেলো ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পীদের একজন হিসেবে তাকে ধরা হয়। তার সবচেয়ে পরিচিত পিয়েতা ও ডেভিড। তিনি ত্রিশ বছরের বয়সের আগেই বিখ্যাত ভাস্কর্য দুটি নির্মাণ করেছিলেন। তাঁর এ দুটি চিত্র কাজের তার অন্যান্য সুন্দর-সুন্দর চিত্রকর্ম ঢাকা পড়ে আছে। পশ্চিমা শিল্প ইতিহাসে তার এ শিল্পকর্ম দুটি প্রভাবশালী। তিনি রোমের সিস্টিন চ্যাপেলে আঁকেন বিভিন্ন ধরনের ছবি ও দেয়ালে আঁকেন 'দ্য লাস্ট জাজমেন্ট নামের বিখ্যাত চিত্রকর্ম। তার আরও উল্লেখযোগ্য চিত্রকর্মের মাঝে আছে ম্যাডোনা এ্যান্ড চাইল্ড, বিভিন্ন ধরণের পুরুষ প্রতিকৃতি, ফিগার কম্পোজিশান এবং মৃত্যু বিষয়ক চিত্রকর্ম। আরেক বিখ্যাত চিত্রশিল্পী লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির চিত্রকর্ম মোনালিসা এবং দ্য লাস্ট সাপারের কথা আমরা কে না জানি? তাদের এ সমস্ত সৃষ্টিকে আমরা কত গুরুত্ব দিচ্ছি, কত-শত দশনার্থী এ সমস্ত সৃষ্টির সৌন্দর্যকে উপভোগ করতে যায় বিভিন্ন জায়গা থেকে। এ রকম হাজারো সৃষ্টি আছে যেগুলো রক্ষনাবেক্ষণ করার জন্য আমরা অনেক বেশি সচেতন এবং প্রতি নিয়ত বিলিয়ন-বিলিয়ন ডলার ব্যয় হচ্ছে। আবার এ সকল সৃষ্টির সৌন্দর্যকে উপভোগ করার জন্যও প্রতিনিয়ত দশনার্থীদের সমাগম বাড়ছে। নিশ্চিতভাবে বলা যায়, এ সকল শিল্পকর্ম স্রষ্টার এ সৃষ্টির সৌন্দর্যকে বাড়িয়ে দিয়েছে বহুগুণ এবং আমাদের জন্য শেখার অনেক কিছু আছে এগুলো থেকে। আমরা মানুষের সৃষ্টির শিল্পকর্মের রক্ষাবেক্ষণের জন্য যেমন সচেতন তেমনি যদি এ সৃষ্টি রক্ষার জন্য প্রত্যেকে সচেতন থাকতাম তাহলে অপরূপ এ সৃষ্টি আরও অনেক বেশি সুন্দর হতো। পৃথিবীর প্রত্যেকটি ধর্মই স্রষ্টার সৃষ্টি সম্পর্কে অনেক গুরুত্বপূর্ণ অর্থ বহন করে এবং এ সৃষ্টিকে রক্ষা করতে আমাদের আহ্বান জানায়।

সৃষ্টি হল স্রষ্টার ঐশপ্রকাশ। ঈশ্বরের সৃজনশীল শক্তির প্রকাশ ঘটেছে তাঁর বাণীর মধ্যদিয়ে। সৃষ্টির মাঝে স্রষ্টা বিরাজিত। আদিপুস্তকে প্রথম সৃষ্টির কাহিনী অনুসারে ঈশ্বর তাঁর বাণীর মধ্যদিয়েই সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন। প্রথম কাহিনীতে ঈশ্বরকে প্রকাশ করা হয় সর্বাতীত এবং দ্বিতীয় কাহিনীতে ঈশ্বরকে প্রকাশ করা হয় নবরূপী ঈশ্বর হিসাবে। এই সৃষ্টি সর্বাতীত ঈশ্বরের বাণীর শক্তি ও নবরূপী ঈশ্বরের কাজেরই ফল। সুনিপুন শিল্পীর ন্যায় এমনভাবে সৃষ্টিকে ভালভাবে ঢেলে সাজিয়েছেন যা বিস্ময়কর। অন্ধকার থেকে আলো, জলরাশি থেকে স্থলভাগ পৃথকীকরণ, দিন-রাত্রির নামকরণ, জলচর প্রাণীকে জলে এবং স্থলজ প্রাণীকে স্থলে প্রতিস্থাপন, মানুষকে নর-নারীরূপে সমগ্রই যেন এক বিস্ময়কর প্রকাশ। সৃষ্টির মাঝে অসীম স্রষ্টার প্রকাশ যেন আরও গভীরতর হয়। সৃষ্টির রহস্যে দুটো বিষয় স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়ে ওঠে। প্রথমত, স্রষ্টা করলেন বসবাসের যোগ্য আবাসন পরিবেশ। দ্বিতীয়ত, সেই পরিবেশ রক্ষার দায়িত্ব নেবার জন্য তিনি সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ করে মানুষকে সৃষ্টি করলেন। অবসরপ্রাপ্ত পোপ ষোড়শ বেনেডিক্ট ১৮তম বিশ্ব শান্তি দিবসের বাণীতে বলেছিলেন, "তুমি যদি শান্তি চর্চা করতে চাও তাহলে সৃষ্টিকে রক্ষা কর"। স্রষ্টা সমস্ত সৃষ্টির ওপর কর্তৃত্ব করার দায়িত্ব দিলেন মানুষেরই হাতে। এ কর্তৃত্ব করার অর্থ শোষণ, নির্যাতন ও ধ্বংস নয় বরং সমস্ত সৃষ্টির রক্ষণাবেক্ষণ,যত্ন ও পরিচর্যা করা। এই ধরণের সেবা-যত্নের মধ্যে মানুষ হয়ে উঠবে স্রষ্টা ঈশ্বরের সৃষ্টি কর্মের সহযোগি। তাই তো তিনি শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষকে আশীর্বাদে করে বললেন, "ফলবান হও বংশবৃদ্ধি কর; তোমরা পৃথিবীকে ভরিয়ে তোল তাকে বশীভূত কর; সমুদ্রের মাছ আকাশের পাখি এবং ডাঙ্গায় চড়ে বেড়ানো সমস্ত প্রাণীর উপর প্রভুত্ব বিস্তার কর" (*আদি ১:২৮*)। ঈশ্বরের সৃষ্টি সবই উত্তম, এই উত্তমতাকে ধরে রাখতে ধরে সেবা করতে, রক্ষণাবেক্ষণ ও বৃদ্ধি করা দায়িত্ব ও গ্রহণ করবে। কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা বলা হয়েছে- 'ঈশ্বর প্রজ্ঞা ও প্রেমের দ্বারা সৃষ্টি করেন'। সাধু বনাভেঞ্চার ব্যাখ্যা করে বলেন যে, ঈশ্বর সব সৃষ্টি করেছেন, তাঁর গৌরব বৃদ্ধি করার জন্য নয়, বরং তা প্রকাশ ও সহভাগিতা করতে, কেননা তাঁর প্রেম ও মঙ্গলময়তা ছাড়া ঈশ্বরের সৃষ্টির পেছনে অন্য কোন কারণ নেই; সৃষ্ট জীবসমূহ অস্তিত্ব পেয়েছে যখন প্রেমের চাবি তাঁর হাত খুলে দিয়েছে"।

বিভিন্ন ধর্মের আলোকে সৃষ্টির যত্ন: মানুষের একটি তীব্র আকাঙ্ক্ষা ঈশ্বরের অনুসন্ধান করা। সেই পরম সত্য সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া। তাই ঐশশক্তির দ্বারা প্রভাবিত হয়েই মানুষ যখন জীবনাচরণে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে অনৈতিকভাবে জীবন যাপন করেছে তখনই জগতে ঈশ্বর প্রেরিত মহাপুরুষদের আবির্ভাব ঘটেছে। এই মহাপুরুষগণই মানুষের মাঝে সেই পরম সত্য অর্থাৎ ঈশ্বরকে প্রচার ও প্রকাশ করেছেন। বিভিন্ন নদ-নদী যেমন সাগরের সাথে মিশেছে ঠিক তেমনি বিভিন্ন ধর্ম সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে এসে যুক্ত হয়েছে। প্রতিটি ধর্মই সৃষ্টি সম্পর্কে অনেক সুন্দর ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে এবং সৃষ্টির প্রতি আমাদের যত্নশীল হতে আহ্বান বলা হয়েছে।

খ্রিস্টধর্ম: খ্রিস্টধর্ম হল প্রেমের ধর্ম। ঈশ্বর মানুষের সুন্দর প্রকৃতি রক্ষনাবেক্ষণ ও লালন-পালনের দায়িত্ব দিয়েছেন যেন তাঁর সাথে একটা প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সবকিছুর প্রাণরক্ষক ভগবান। সামসঙ্গীত রচিয়তা বলেছেন "ওগো ভগবান মানুষ বা পশু সকল প্রাণীর প্রাণরক্ষক তুমি" (*সাম ৩৬:৬*)। সৃষ্টির দেখ-ভাল করার ভার মানুষের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে (*আদি ১:২৮, ২:১৫*)। মানুষকে বেঁচে থাকার জন্য আবাদ করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু মাত্রাতিরিক্ত আবাদ বিশ্ব-গৃহকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। মানুষকে স্মরণ রাখতে হবে, 'বিশ্ব-হচ্ছে ঈশ্বরের দান' (*সাম ২৪:১*); সমগ্র সৃষ্টিও তাঁর দান (*দ্বিতীয় বিবরণ ১০:১৪*), সকল সৃষ্টির যত্ন নেওয়া মানুষের সুমহান দায়িত্ব (*দ্বিতীয় বিবরণ ২২:৪,৬; যাত্রা ২৩:১২; লেবী ২৫:১-৪*)। সৃষ্টি রক্ষার ব্যাপারে পবিত্র বাইবেল বলে "আকাশের পাখিদের

দিকে একবার চেয়ে দেখ কই তারা তো বীজ বোনে না ফসলও কাটে না, গোলাবাড়িতে ফসল জমিয়েও রাখে না, তবুও তোমাদের স্বর্গনিবাসী পিতা তাদের তো কাইয়ে থাকেন। তোমাদের মূল্য কি তাদের চেয়ে বেশি?" (*মথি ৬:২৬*)। যিশুও সৃষ্টির যত্ন নেওয়ার ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন *(লুক ১২:৬; মথি ১৩:৩১; যোহন ৪:৩৫)*। সৃষ্টির যত্নের/রক্ষার ব্যাপারে পূণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস তার পালকীয় পত্রে (লাউদাতো সি) বিশেষ গুরত্বারোপ করেছেন। সৃষ্টির যত্নের ব্যাপারে পোপমহোদয় তাই আমাদেরকে বলেন, 'সমগ্র সৃষ্টিতেই করুণাময় পরমেশ্বরের প্রেমময় ছোঁয়া রয়েছে। তাই সৃষ্টিকে যত্ন করার মধ্যদিয়ে আমরা পরলৌকিক আবহে জীবন-যাপন করতে পারি *(লাউদাতো সি- ৯৯-১০০; ২৩৫)*। সমগ্র সৃষ্টিকে লালন-পালন করেছেন স্বয়ং ঈশ্বর। আর তাই সমগ্র সৃষ্টি তার সৃষ্টিকর্তার প্রতি প্রশংসা গানে মুখর।

সনাতন ধর্ম:

"আপনারে রয়ে বিব্রত রহিতে আসে নাই কেহ অবণী পরে

সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে আমরা পরের তরে"।

পৃথিবীর সকল স্তরের মানুষ শান্তি কামনা করে। সনাতন ধর্মের মূলসুর হল "আত্মমোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ" অর্থাৎ নিজের মুক্তি ও জগতের কল্যাণ সাধন করা। এ ক্ষেত্রে জগৎ বলতে সকল সৃষ্টিকে রক্ষা করা লালন-পালন করা বুঝায়। নিজের মুক্তি বা জন্মান্তর রোধ করতে হলে জীবসত্ত্বাকে (জীবাত্ম) ঐশসত্ত্বায় (পরামাত্মা) মিলে-মিশে একাকার হয়ে যেতে হবে। মানব জীবনে এ কার্যটি তখনই সম্ভব হয় যখন সবকিছু ঈশ্বরের চরণে নিবেদন বা সমর্থন করা হয়। ঈশ্বরের বিশ্বাস ও ভক্তির মাধ্যমে মানুষ যখন নিজের বলতে কিছুই রাখে না, তখন তার পরম প্রভুর প্রতি পরিপূর্ণ ভালবাসা জন্মে। ঈশ্বর (ঈশ অর্থে সবশক্তিমান ও সর্ব নিয়ন্ত্রক), আবার এই জগতের যা কিছু সবই তার সৃষ্টি ও প্রলয়ের কর্তা। তবে মানুষ সৃষ্টির সেরা বিবেকশীল জীব, তাই আমাদের জীবনদ্দশায় শান্তি-স্বস্তি বৃদ্ধির জন্য স্রষ্টাকে ভালবেসে তাঁরই সৃষ্টিকে রক্ষা করা আমাদের নৈতিক মানবিক দায়িত্ব ও কর্তব্য। স্রষ্টা ও সৃষ্টিতে অভিন্ন চেতনাই সৃষ্টিকে রক্ষা করার প্রথম ও প্রধান নিয়ামক। পারিপার্শ্বিক পরিবেশ অর্থাৎ আগুন, বাতাস, জল, মাটি, কীটপতঙ্গ, গাছপালা, পশু-পাখি জলচর প্রাণী ইত্যাদির ভারসাম্য রক্ষায় যত্নশীল হওয়া বা এসবের লালন-পালন করা বা কল্যাণ কামনা করা এ ধর্মের অঙ্গ।

বৌদ্ধ ধর্ম: "জীবে প্রেম করে যে জন সে জন সেবিছে ঈশ্বর। ঈশ্বরের সৃষ্টি সমস্ত প্রাণীকূল বা বিশ্বজগৎ। এই জীব জগতের ছোট-বড় সবাইকে লালন-পালন ও রক্ষণাবেক্ষণ করার মধ্যদিয়ে ঈশ্বরকে ভালবাসা যায়। তাঁর সৃষ্টির মধ্যদিয়েই তাঁর সাথে যুক্ত হওয়া যায়। তারা বিশ্বাস করে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ কোন প্রাণীর প্রাণ নেওয়ার অধিকার কারও নেই। কারণ প্রাণ যিনি দিয়েছেন কেবলমাত্র তিনিই নিতে পারেন। আর সমস্ত সৃষ্টিকে ভালবাসার মধ্যদিয়ে একজন মোক্ষ বা নির্বাণ লাভ করতে পারে।

মুসলিম ধর্ম: "তিনিই সমস্থ বস্তু সৃষ্টি কয়িাছেন এবং প্রত্যেককে পরিমিত করিয়াছেন যথাযথ অনুপাতে" *(আল কুরআন ২৫:২)*। "আল্লাহর সৃষ্টিতে অনুপাত ও সামঞ্জস্যের কোন ব্যতিক্রম দেখিতে পাই না" (*আল কুরআন ৬৭:৩*)। এই কোরআনের আয়াতের মধ্যদিয়ে সৃষ্টিকে রক্ষা করার আহ্বান জানানো হয়েছে। ইসলাম ধর্মের অর্থ হল আল্লাহর কাছে পরিপূর্ণভাবে আত্মনিবেদন। এই আত্মনিবেদন করতে হলে আল্লাহর সৃষ্টি সমস্ত কিছুকে ভালবাসতে হবে, তাদের যত্ন করতে হবে। "এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি মানুষ সৃষ্টি অপেক্ষা আরও বেশি মহত্তর বিষয় কিন্তু অধিকাংশ, মানুষ তা জানে না" (*আল-কোরআন ৪০-৫৭*)। আল্লাহ সর্বশক্তিমান, তিনি মানুষকে শ্রেষ্ঠ করে গড়ে তুলেছেন যেন সে তাঁর সৃষ্টিকাজে সহযোগিতা করে। তিনি জগতের কোন কিছুই উদ্দেশ্যবিহীনভাবে সৃষ্টি করেননি। সবকিছুর জন্যই তাঁর সুন্দর পরিকল্পনা ছিল, আর সে অনুপাতে সৃষ্টি করা হয়েছে। তাই আল-কোরআনে বলা হয়েছে, "আমি এ জগতে কোন কিছুই খেলার ছলে সৃষ্টি করেননি"। তাই তাঁর এ সৃষ্টির যত্নের প্রতি আরও বেশি সচেতন হতে হবে, আরও বেশি দায়িত্বশীল হতে হবে।

সৃষ্টির প্রতি আমাদের দায়িত্ব: ঈশ্বর মানুষকে সৃষ্টিকর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ করে গড়ে তুলেছেন। তাকে তিনি দিয়েছেন প্রজ্ঞা ও বিচার বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা কারণ মানুষ যেন তাঁর অন্যান্য সৃষ্টির ওপর প্রভুত্ব করে, তার সৌন্দর্য উপভোগ করে, সেই সাথে তার যত্ন ও রক্ষাবেক্ষণ করে। স্রষ্টার সব সৃষ্টিকর্মই খুব মূল্যবান। ধরিত্রির এসব কিছুর জন্যই পৃথিবী এত লাবণ্যময়। ঈশ্বর সমস্ত সৃষ্টির যত্ন নেন, তাদেরকে তিলে-তিলে বড় করে তোলেন যেন তাঁর কোন সৃষ্টিকর্ম বিনষ্ট না হয়। এ প্রসঙ্গে *কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা* বলে, "সৃষ্টি করেই ঈশ্বর তাঁর সৃষ্ট প্রাণীরদেরকে তাদের নিজেদের ওপর ছেড়ে দেন। তিনি তাদেরকে কেবল সত্তা ও অস্তিত্বই দেন না। প্রতিমুহূর্তে তিনি তাদের অস্তিত্ব ধারণ ও রক্ষা করেন, কাজ করতে শক্তি দেন, তাদের অন্তিম লক্ষ্য নিয়ে যান।" সবকিছু একান্তভাবে সৃষ্টিকর্তার ওপর নির্ভরশীল। আর এ নির্ভরশীলতার মধ্যে রয়েছে সুখ, আনন্দ ও পরম তৃপ্তি। একজন শিল্পী তার সৃষ্টিকর্মকে কখনও অবজ্ঞা বা ঘৃণা করে না, তা যতই মলিন হোক না কেন। ঈশ্বর হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পী, তাঁর সবকিছুই উত্তম। তিনি সবকিছুই ভালবাসেন- "কেননা যা কিছু আছে তুমি সেই সব ভালবাসা; যা কিছু আছে গড়েছ তুমি সেগুলোর কিছুই ঘৃণা কর না, যদি কোন কিছুর প্রতি তোমার কোন ঘৃণা থাকত তবে তুমি সৃষ্টি করতে না। তুমি ইচ্ছা না করলে কেমন করেই বা কোন কিছুর অস্তিত্ব থাকতে পারবে? অস্তিত্বের উদ্দেশে তোমার আহ্বান না থাকলে তা কেমন করেই বা বেঁচে থাকবে। তুমি সবকিছু বাচাঁও, কারণ হে জীবন প্রেমিক প্রভু সবই তোমার"। এর মধ্যদিয়ে সৃষ্টির প্রতি সৃষ্টিকর্তার গভীর ভালবাসা প্রকাশ পায়। এই সৃষ্টিকে তিনি সবচেয়ে বেশি ভালবাসেন। কিন্তু মানুষ নিজেকে স্রষ্টা ভেবে, তার দায়িত্ব ও অবস্থান ভুলে গিয়ে স্রষ্টার বিরুদ্ধাচরণ করছে। সৃষ্টির কাজে সহযোগিতার পরিবর্তে অসহযোগিতা করছে। ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য ঈশ্বরের সৃষ্টিকে ধ্বংস করছে।

মানুষ আজ ভ্রুণহত্যা করছে, বন-জঙ্গল কেটে উজার করে দিচ্ছে, আবার বন জঙ্গলে দাবানলের ফলে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে হাজার-হাজার হেক্টর, পশু-পাখিদের আবাসনের সঙ্কট দেখা দিচ্ছে, কোথাও কোথাও নদ-নদীতে কল-কারখানার বর্জ্যে পানি ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে গেছে, কল-কারখানার ও গাড়ীর কালো ধোঁয়ার উন্মুক্ত বাতাসে মিশে শহর এলাকাকে বিশুদ্ধ অক্সিজেন কতটুকু গ্রহণ করছি তা প্রশ্নবিদ্ধ। গত ১৩ ফেব্রুয়ারিতে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে দেখানো হয়েছে, বায়ু দূষণের কারণে প্রতিবছর বাংলাদেশকে যে আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়তে হচ্ছে, তার পরিমাণু মোট দেশজ উৎপাদনের প্রায় ৫ শতাংশ। সেন্টার ফর রিসার্চ অন এনার্জি অ্যান্ড ক্লিন্ এয়ার এবং গ্রিনপিসের দক্ষিণ-পূর্ব-এশিয়া শাখার এক গবেষণায় দেখানো হয়েছে, জীবাশ্ম জ্বালানি যে বায়ুদূষণ ঘটাচ্ছে, তাতে বিশ্বের প্রতিদিন ৮০০

১৪ পৃষ্ঠায় দেখুন

শিক্ষকদের প্রতি ভালোবাসা

আন্তনী বর্ণ ক্রুশ
চতুর্থ শ্রেণি, বাচা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল

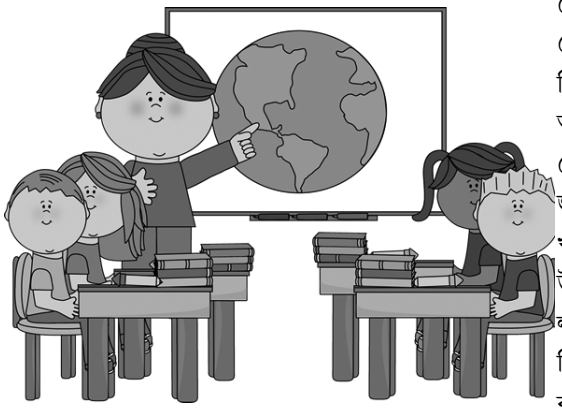

রাব্বি একজন ভদ্র ছেলে। তবে দুষ্টুও বেশ। তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত প্রতি বিষয়ে ১০০ থেকে ১০০ পেয়ে ১ম স্থান লাভ করে। সে অনেক খুশী তার শিক্ষকগণও খুশী হলেন। এর পরের বছর সে গণিতে ১০০ থেকে ৩০ পেলো। তার মন খুবই খারাপ হয়ে গেল এবং শিক্ষকগণ তার মা-বাবার কাছে নালিশ করলো, কিন্তু ক্লাশ টিচার তার দুর্বলতা বুঝতে পেরে তাকে বোঝালো যে, সে চেষ্টা করলে পরের বছর আবারও পূর্বের স্থানে পৌঁছাতে পারবে যদি সে আরো মনযোগ দিয়ে পড়ে। ভেঙ্গে পড়ার কিছুই নেই। এখন সে খুব খুশী। এরপর থেকে রাব্বির তার টিচারের প্রতি শ্রদ্ধা আরো বেড়ে গেল। সে তার প্রিয় টিচারের জন্য একটা উপহার খুঁজে বের করল। উপহারটা হলো একটা লাল গোলাপ ফুল ও নিজের হাতে আর্ট করা সুন্দর একটা কার্ড। এরপর একদিন সময় করে সে তার টিচারের কাছে ঐ ফুলটি ও কার্ডটি পৌঁছে দিল। ছাত্রটির এ উপহার শিক্ষকের কাছে স্মরণীয় হয়ে রইল। এভাবেই ছাত্র-ছাত্রীরা টিচারদের কাছে ভালোবাসা খুঁজে পায়।

তাহলে ছোট্ট বন্ধুরা, এ গল্প থেকে আমরা এটাই শিক্ষা পাই যে, শিক্ষকরা সর্বদা আমাদের পড়ালেখায় সহায়তা করতে প্রস্তুত থাকে। তাই যদি কখনও আমাদের কোন পড়া বুঝতে অসুবিধা হয়, তবে আমরা শিক্ষকদের কাছে যাব ও পড়া বুঝতে চেষ্টা করব॥

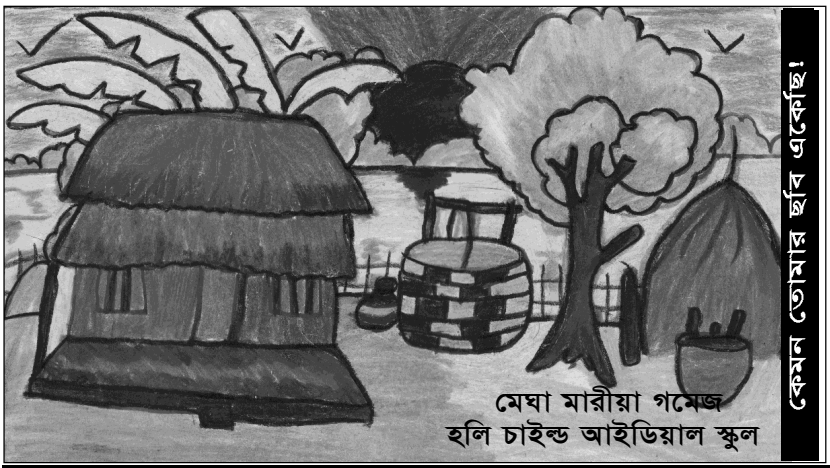

মেঘা মারীয়া গমেজ
হলি চাইল্ড আইডিয়াল স্কুল

পরিবেশ-প্রকৃতি কেন বিকৃত-বিকৃতি?

ফাদার জ্যোতি এফ কস্তা

সবার কাছে পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিসের গুরুত্বপূর্ণ আহ্বান
অতিজরুরী প্রকৃতি-প্রেম ও ভালবাসায় সকলের অবদান।
'যত্ন করো বসতবাটি' যা হল সকলের, আসলে যা-অভিন্ন
স্বার্থপরতায়, লোভ-লালসায় কেন করছো তুমি ছিন্ন-বিছিন্ন ?
সৃষ্টিকর্তা মহান, সর্বশক্তিমান, অতি উত্তম তাঁর সমগ্র-সৃষ্টি
বিশ্বব্রহ্মা প্রকৃতি, আর করো না বিকৃত-বিকৃতি, দাও সুদৃষ্টি।
বিশ্বাস, আশা আর নিত্য ভালবাসা মহান সৃষ্টিকর্তার প্রতি
হে মানব, সচেতন, সর্তক ও সাবধান না হলে, হবে বড় ক্ষতি।
যিনি পরমেশ্বর, যিনি প্রকৃত, পরম সুন্দর যাঁর প্রকৃতি
মানবের অবিশ্বাস, বিকৃত মন-মানসিকতা, প্রকাশিছে বিকৃতি।
জীবনের এই ক্ষণে, হে মানব থাক চিন্তা-ধ্যানে, কোথায় গতি?
পরমাত্মা, যিনি দেন তোমার-আমার সত্ত্বা, চাও তাঁর জ্যোতি।
এসো, সবাই মিলে গড়ে তুলি বিশ্বমাঝে ভালবাসার-কৃষ্টি
যেন ভালমত বেঁচে থাকে মানবকুল আর সুমহান সমগ্র-সৃষ্টি॥

শরৎ

অতুল আই গোমেজ

ভাদ্র-আশ্বিন শরৎকাল, ভাটির জলে জেলের জাল
গাছে-গাছে পাঁকা তাল, নামছে পানি টাল-মাটাল।
শিউলি বকুল হাসনাহেনা, ঝরছে ভোরে পাখির গানে
পূজারীরা চলছে ধেয়ে, ফুল কুড়াতে অর্ঘের পানে।
নদীর কুলে কাশফুল, বাতাসে নাচতে করে না ভুল
নীল আকাশে সাদা মেঘ, উড়িয়ে চলছে লম্বা চুল।
বলাকারা উড়ছে দেখ, দল বেঁধে ঐ বনের পানে
চলছে মাঝি গাঁয়ের দিকে, ভাটিয়ালী গানের টানে।
নতুন ধানের অপেক্ষাতে, জারি-সারি গল্পে কৃষাণ
বধুরা যায় বাপের বাড়ি, পুঁজার ছুটি, জুড়াবে প্রাণ॥

হাসনাবাদ ধর্মপল্লীর সংবাদ
ফাদার শিশির কোড়াইয়া

হাসনাবাদ ও রমনায় ঈশ্বরের সেবক থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর মৃত্যুবার্ষিকী উদ্‌যাপন

গত ১ সেপ্টেম্বর, ২০২০ খ্রিস্টাব্দে পবিত্র জপমালা রাণী গির্জা, হাসনাবাদে ঈশ্বরের সেবক থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর ৪৩তম মৃত্যুবার্ষিকী পালন করা হয়। পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও সিএসসি। উপদেশে কার্ডিনাল ঈশ্বরের সেবক অমল গাঙ্গুলীর জীবনাদর্শ তুলে ধরেন। পবিত্র খ্রিস্টযাগে কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও এবং ৮জন পুরোহিত, ব্রাদার-সিস্টার এবং আঠারোগ্রামের বিভিন্ন ধর্মপল্লী থেকে খ্রিস্টভক্ত উপস্থিত ছিলেন। পবিত্র খ্রিস্টযাগের শেষে ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার ষ্ট্যানিসলাউস গমেজ সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান। পবিত্র খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণকারীরা বলেন, আমরা বিশ্বাস করি, ঈশ্বরের সেবক টি এ গাঙ্গুলী খুব তাড়াতাড়ি সাধু হবেন।

এদিকে রমনা ক্যাথিড্রালে ২ সেপ্টেম্বর যথাযথ মর্যাদার সাথে ঈশ্বরের সেবক টি এ গাঙ্গুলীর মৃত্যুবার্ষিকী পালন করা হয়। বিকাল ৫টায় বিশেষ প্রার্থনানুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে তা শুরু হয়। ৫:৩০ মিনিটে শুরু হয় স্মারণিক খ্রিস্টযাগ। কার্ডিনাল প্যাট্রিক পৌরহিত্য করেন এবং বিশপ শরৎ ফ্রান্সিস ও বিশপ থিয়োনিয়াস গমেজসহ ২২ জন যাজক উপস্থিত ছিলেন। করোনার কারণে খুব বেশি খ্রিস্টভক্ত অংশগ্রহণ না করলেও বিভিন্ন ধর্মসংঘের সিস্টার ও গঠনার্থীগণ উপস্থিত ছিলেন। খ্রিস্টযাগের উপদেশে কার্ডিনাল মহোদয় 'ঈশ্বরের গৌরব' বিষয়টির ওপর আলোকপাত করেন। খ্রিস্টযাগের শেষে কবরভূমি আশীর্বাদ করা হয়। আশীর্বাদের পরপরই ঈশ্বরের সেবক টি এ গাঙ্গুলীর প্রতি জানিয়ে তাঁর কবরে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে ধর্মীয় ও সামাজিক বিভিন্ন সংগঠনের ব্যক্তিবর্গ। গাঙ্গুলী পরিবারের পক্ষ থেকেও বিশেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়॥

ভেলেঙ্কিনি মা মারীয়ার পর্ব উদ্‌যাপন

গত ৮ সেপ্টেম্বর, হাসনাবাদে আরোগ্যদায়িনী ভেলেঙ্কিনি মা মারীয়ার পর্ব উদ্‌যাপন করে। পর্বীয় খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন ক্ষুদ্রপুষ্প সেমিনারীর সহকারী পরিচালক ফাদার সনি মার্টিন রিড্রু উপদেশে ফাদার সনি ভেলেঙ্কিনি মা মারীয়ার জীবনের নানা বিষয় তুলে ধরেন। মা মারীয়ার জীবনাদর্শ আমাদের জীবন বাস্তবতায় অনুশীলন বা চর্চা করার জন্য তিনি সকলকে আহ্বান করেন।

বৃক্ষরোপণ কর্মসূচী

বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর "৪ লাখ বৃক্ষরোপণ কর্মসূচী" বাস্তবায়নার্থে গত ১০ সেপ্টেম্বর, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ, বৃহস্পতিবার, সকাল ১০টায় পবিত্র জপমালা রাণী গির্জা, হাসনাবাদ ধর্মপল্লীতে 'বৃক্ষরোপণ কর্সসূচী"র উদ্বোধন করা হয়। সর্বজনীন প্রার্থনা দিয়ে 'বৃক্ষরোপণ কর্মসূচী' অনুষ্ঠান শুরু হয়। ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার স্ট্যানিসলাউস গমেজ তার স্বাগত বক্তব্যে বলেন, পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিসের প্রৈরিতিক পত্র "লাউদাতো সি" বা "প্রকৃতি ও পরিবেশ বর্ষ" জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদ্‌যাপন"-উপলক্ষ্যগুলোকে যথাযথভাবে পালনের নিমিত্তে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি আরো বলেন, হাসনাবাদ ধর্মপল্লীতে ২৫০০টি বৃক্ষরোপণ করা হবে।

নটর ডেম কলেজের শিক্ষক ফাদার লিটন গমেজ সিএসসি পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিসের সর্বজনীন পত্র "লাউদাতো সি" অনুসরণে পরিবেশ রক্ষায় চ্যালেঞ্জ, কারণ ও করণীয় সম্পর্কে আলোকপাত করেন। এরপর প্রধান অতিথি এইচ এম সালাউদ্দিন মঞ্জু বৃক্ষরোপণ কর্মসূচীর সফলতা কামনা করেন এবং প্রকৃতি রক্ষায় বৃক্ষের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোকপাত করেন। বক্তব্যপর্ব শেষে প্রধান অতিথি সম্মিলিতভাবে একটি নিমচারা লাগান এবং পরবর্তীতে পালক-পুরোহিত এবং সমাজ প্রধানগণ রোপণ করেন একটি নারিকেল চারা।

বৃক্ষরোপণ কর্মসূচীতে পালকীয় পরিষদের সদস্যগণ ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন॥

দেওগাঁও গ্রামে প্রার্থনা গৃহের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন ও ধরেণ্ডা ধর্মপল্লীতে প্রতিপালকের পর্ব পালন

ফাদার আলবার্ট রোজারিও : গত ১০ সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার বিকেলে কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও সিএসসি, ধরেণ্ডা ধর্মপল্লীর অন্তর্গত দেওগাঁও গ্রামে কলকাতার সাধ্বী তেরেজার নামে প্রার্থনাগৃহের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। বিকেল ৪টায় সময় জলন্ত মোমবাতি হাতে ও পুষ্প বর্ষণে কার্ডিনালকে স্বাগতম জানানো হয়। সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানে কার্ডিনাল বলেন, আপনাদের স্বতস্ফূর্ত অংশগ্রহণ দেখে আমি অভিভূত। এখন থেকে দেওগাঁও গ্রামে প্রতি বছর ৫ সেপ্টেম্বর সাধ্বী তেরেজার পর্বটি পালন করা হবে।

গত ১১ মে, শুক্রবার, ধরেণ্ডা ধর্মপল্লীর প্রতিপালক শ্রমিক সাধু যোসেফের পর্বটি বর্ণিল আয়োজনে পালন করা হয়। স্বাস্থ্যবিধি মেনে ধর্মপল্লীর খ্রিস্টভক্তগণ একত্রিত হয়ে

এই পর্ব পালন করেন। সকাল ৯টার সময় শুরু হয় পর্বের খ্রিস্টযাগ। খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও সিএসসি। আরও উপস্থিত ছিলেন চারজন যাজক। প্রায় দুই হাজারের মতো খ্রিস্টভক্তগণ এই পর্বীয় খ্রিস্টযাগে উপস্থিত ছিলেন। সাধু যোসেফের সাথে আরোগ্যদায়িনী মা ভেলেঙ্কিনির পর্বটিও একসাথে পালন করা হয়। খ্রিস্টযাগ শেষে মিশন প্রাঙ্গণে কার্ডিনাল একটি গাছ রোপণের মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন॥

বরিশাল বিসিএসএম ইউনিটের বৃক্ষরোপণ কর্মসূচী

সেবাষ্টিনা শাওলী বাড়ৈ : গত ৮ সেপ্টেম্বর ২০২০ খ্রিস্টাব্দ, বরিশাল ক্যাথিড্রাল ধর্মপল্লীর বিসিএসএম ইউনিট পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস কর্তৃক ঘোষিত সর্বজনীন পত্র Loudato Si "পরিবেশ ও প্রকৃতি বর্ষ" উপলক্ষে জাতীয় BCSM এর সাথে একাত্ম হয়ে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচীর আয়োজন করে। বরিশাল পাদ্রীশিবপুর প্রতিবন্ধী আশ্রমে পরিবেশ প্রকৃতির যত্ন আর প্রতিবন্ধী ভাই-বোনদের ভবিষ্যত আর্থিক সচ্ছলতা লাভের লক্ষ্য নিয়ে এ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। উক্ত কর্মসূচীতে উপস্থিত ছিলেন পাদ্রীশিবপুর ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার মাইকেল সরকার, সহকারী পাল-পুরোহিত ফাদার মাইকেল মৃণাল ম্রং, ক্যাথিড্রাল ধর্মপল্লীর সহকারী পাল-পুরোহিত ফাদার লরেন্স লেকোভালী গমেজ এবং প্রতিবন্ধী আশ্রমের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ ও প্রতিবন্ধী ভাই-বোনেরা। উল্লেখ্য, সেখানে মোট ৮০টি ফলজ ও বনজ বৃক্ষ রোপণ করা হয়। পরিশেষে, পাদ্রীশিবপুরের ধর্মপল্লীর পক্ষ থেকে পাল-পুরোহিত ফাদার মাইকেল সরকার BCSM ইউনিটকে ২০টি বৃক্ষ উপহার দেন॥

তুমিলিয়া ধর্মপল্লীতে আহ্বান সেমিনার

ফাদার ফিলিপ তুষার গমেজ : গত ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২০ খ্রিস্টাব্দ তুমিলিয়া ধর্মপল্লীতে ৬ষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেণীর ছেলেমেয়েদের নিয়ে আহ্বান সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সকাল ৯টায় পবিত্র খ্রিস্টযাগের মধ্যদিয়ে সেমিনার শুরু হয়। পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন তুমিলিয়া ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার আলবিন গমেজ। উপদেশে তিনি মণ্ডলীতে আহ্বানের প্রয়োজনীয়তা ও ছেলেমেয়েদের আহ্বান জীবনের জন্য উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা দান করেন। উক্ত সেমিনারে প্রায় ১৪০জন অংশগ্রহণ করেন। সেমিনারে আহ্বান বিষয়ে সহভাগিতা করেন ফাদার ফিলিপ তুষার গমেজ। আমাদের জীবনে যাজকের ভূমিকা সম্পর্কে পর্যায়ক্রমে সহভাগিতা করেন একজন বাবা, একজন মা, শিক্ষক ও সিস্টার। এছাড়াও আহ্বানে উদ্বুদ্ধ করার জন্য বিভিন্ন ভিডিও চিত্র ও বাইবেল কুইজ অনুষ্ঠিত হয় এবং পুরস্কার হিসেবে ফলজ গাছের চারা বিতরণ করা হয়। এরপর দলীয় আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। আহ্বান সেমিনার শেষে তুমিলিয়ার ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার আলবিন গমেজ সার্বিক সাহায্য ও সহযোগিতার জন্য সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান। দুপুরের আহারের মধ্যদিয়ে আহ্বান সেমিনারের সমাপ্তি ঘটে॥

ঢাকাস্থ পাকিস্তান হাই কমিশনে বাংলাদেশ খ্রীষ্টান এসোসিয়েশন-এর স্মারকলিপি প্রদান

স্বপন রোজারিও : গত ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২০ খ্রিস্টাব্দ, বুধবার, দুপুর ১২টায় পাকিস্তানে সম্প্রতি ব্লাসফেমি আইনের আওতায় খ্রিস্টান এবং অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর নিপীড়ন ও হয়রানি বন্ধ ও ব্লাসফেমি আইন বাতিলের দাবীতে ঢাকাস্থ পাকিস্তান হাই কমিশনে একটি স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছে। স্মারকলিপি প্রদানের পূর্বে এক সংক্ষিপ্ত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ খ্রীষ্টান এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট নির্মল রোজারিও, বাংলাদেশ সচেতন নাগরিক কমিটির সভাপতি প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত অধ্যাপক ডঃ নিমচন্দ্র ভৌমিক, বাংলাদেশ পূঁজা উদযাপন পরিষদের সাধারণ সম্পাদক নির্মল চ্যাটার্জী, বাংলাদেশ বুদ্ধিষ্ট ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক ভদন্ত সুনন্দপ্রিয় ভিক্ষু, এসোসিয়েশনের যুগ্ম-মহাসচিব জেমস সুব্রত হাজরা, আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক থিওফিল রোজারিও প্রমুখ। বক্তব্যের পর পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান আহমেদ

খান নিয়াজি বরাবর লিখিত স্মারকলিপি এবং তার অনুলিপি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আরিফ আলভী ও স্পীকার আসাদ কাওসার মহোদয়ের উদ্দেশে প্রেরণের জন্য পাকিস্তান হাই কমিশনের পক্ষে উপ-পুলিশ কমিশনার ডিপ্লোমেটিক সিকিউরিটি ডিভিশনের নিকট স্মারকলিপি হস্তান্তর করা হয়।

স্মারকলিপিতে পাকিস্তানের খ্রিস্টানসহ অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর তথাকথিত ব্লাসফেমি আইনের অপব্যবহার ও হয়রানি, নির্যাতন-নিষ্পেষণ এবং মৃত্যুদণ্ড বন্ধসহ মানবাধিকার পরিপন্থী ব্লাসফেমি আইন অবিলম্বে বাতিলের জোর দাবি জানানো হয়। যাদেরকে ব্লাসফেমি আইনে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয়েছে তাদেরকে মার্জনাপূর্বক জীবন রক্ষার দাবিও জানানো হয় স্মারকলিপিতে ॥

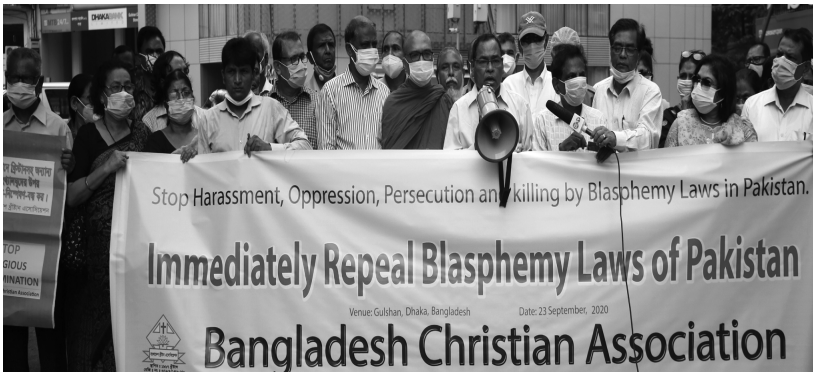

জাফলং ধর্মপল্লীর বল্লা পুঞ্জিতে সচেতনমূলক সেমিনার

মেলকম খংলা : গত ১৯ সেপ্টেম্বর, শনিবার, ২০২০ খ্রিস্টাব্দে জাফলং ধর্মপল্লীর অন্তর্গত বল্লা পুঞ্জিতে এক সচেতনমূলক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। সকাল ১০টায় প্রার্থনার মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন জাফলং ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার রনাল্ড গাব্রিয়েল কস্তা। উপদেশে তিনি বলেন, আমরা যেন সর্বদা পথে চলি, ন্যায্য কাজ করি ও অন্যদেরও ন্যায্য পথে চলার জন্য অনুপ্রাণিত করি। খাসিয়া ভাইবোনদের অনেক ভাল দিক রয়েছে, এই ভাল দিকগুলো যেন আমরা ধরে রাখি। সমাজের উন্নতি কল্পে আমরা যেন সবাই একত্রে এগিয়ে যাই। খ্রিস্টযাগের পরে বরলা পুঞ্জির সেক্রেটারী মেলকম খংলা সহভাগিতায় বলেন, খাসিয়া সমাজের আমাদের অনেকে এখনও ঘুমিয়ে রয়েছে। ঘুম থেকে আমাদের জেগে উঠতে হবে। সমাজের সার্বিক উন্নতিকল্পে সবাইকে সাহায্য সহযোগিতা করতে হবে। যারা সমাজে আছেন ঠিকই কিন্তু কোন কর্মকাণ্ডে যাদের কোন অংশগ্রহণ নেই, তিনি তাদের বিবেককে জাগ্রত করার চেষ্টা করেন। বিশেষভাবে, যারা রবিবারে খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করেন না, সেই সাথে প্রার্থনাতে যোগদান করেন না, তাদের সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা এবং কিভাবে তাদের আরও সক্রিয় করা যায় সেই বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

এরপর জাফলং ধর্মপল্লীর রাংবাবালাং যোশুয়া খংস্লিং খাসিয়াদের আরও সচেতন হতে ও প্রতিটি কাজে এগিয়ে যেতে আহ্বান করেন। সেই সাথে খাসিয়াদের বিয়ে সংশোধনের ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন। জাফলং ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত সবাইকে সাহায্য-সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে দুপুর ২টায় উক্ত সেমিনারের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। এতে ১জন ফাদার ও ৫৫জন খ্রিস্টভক্ত অংশগ্রহণ করেন॥

ফৈলজানা ধর্মপল্লীতে মা মারীয়ার গ্রোটো ও হলরুম উদ্বোধন

ফাদার বিকাশ কুজুর সিএসসি : গত ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২০ খ্রিস্টাব্দ ফৈলজানা ধর্মপল্লীতে মা মারীয়ার গ্রোটো ও হলরুম উদ্বোধন করা হয়। সকালে দুটি খ্রিস্টযাগ অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের ধর্মপাল বিশপ জের্ভাস রোজারিও। খ্রিস্টযাগে ৩ জন যাজক, এসএমআরএ সিস্টারগণ এবং প্রায় তিনশত খ্রিস্টভক্ত উপস্থিত ছিলেন। খ্রিস্টযাগের পর বিশপ মহোদয় গ্রোটো আশীর্বাদ ও প্রদীপ প্রজ্বলন করেন। প্রথমে বিশপ মহোদয় ও ফাদার এ্যাপোলো হলরুমের লিপিফলক উন্মোচন করেন। এরপর বিশপ হলরুম আশীর্বাদ ও পরিদর্শন করেন। সকলের উদ্দেশে বিশপ বলেন, "এ বছর জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর শতবছর পূর্তির উৎসব চলছে। আমরাও বাংলাদেশ খ্রিস্টমণ্ডলীর একজন বিশেষ ব্যক্তিত্ব 'ঈশ্বরের সেবক আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী'র শতবছর পূর্তির উৎসব করছি। আর এ বছরেই আমরা তাঁর নামে প্রতিষ্ঠিত এই হলরুম পেয়েছি। আমি আশা করি, এখানে অনেক সুন্দর কিছুর চর্চা হবে এবং ধর্মপল্লীর গঠনকার্যে এটি একটি চমৎকার ভূমিকা রাখবে।" ধন্যবাদের বক্তব্যে পাল-পুরোহিত ফাদার এ্যাপোলো রোজারিও সিএসসি গ্রোটো নির্মাণে সাহায্যে-সহযোগিতার জন্য সকলকে ধন্যবাদ জানান। পরিশেষে, আশীর্বাদিত বিস্কুট সকলের মধ্যে বিতরণ করা হয়॥

Job Circular (CCDB)

Position: Chief of Audit Officer
Christian Commission for Development in Bangladesh (CCDB)
Vacancy: 01

Job Context

CCDB is a national NGO, working since 1973 for improving life and livelihood of poor and marginalized people. Currently CCDB has been working in 29 districts in Bangladesh. Major interventions of CCDB include poverty reduction, food security & livelihood, health, woman empowerment, climate change, peace promotion, emergency humanitarian program, value chain program, resettlement, etc. In addition, CCDB is also involved with different advocacy initiative through networking with other organizations in national/international level.

The Chief of Audit Officer will conduct internal financial audits by understanding organization objectives, structure, policies, process, internal controls, and external regulations, identifying risk areas; preparing audit scope and objectives; preparing audit programs. In addition to that, this position will also review the project proposal and the plan of action and resource allocations as required for organization.

Job Description / Responsibilities:

- Review the project proposal and the plan of actions and resource allocations from the Head Office to the Area/Program/ Project Offices
- Review the monthly financial reports sent from the Area/Program/Project Offices and create a heck list of the areas for intensive review.
- Planning and managing operation of the Internal Audit independently.
- Identity risk areas; preparing audit scope and observance.
- Review the previous audit report and list the recommendations and management letter from the Executive Director and the responses of the actions taken.
- Work out audit schedule and inform the respective Area/ Program/Project Managers, with a list of documents that will be reviewed and the period.
- During audit check the Stock Register and the sample check the store and stock balances and how these are stored and maintained.
- Review the Asset Register and check if these are in custody of the person to whom these are assigned.
- Supervise team performance and guide the team to operate in the highest effective manners.
- Randomly choose Forums Audited by the Area Office Accounts Officers/ Program Officers/ Comunity Organizers and visit these to check the consistency of the reports prepared and retention at the Forum Offices/ Custodians.
- Interact with the Members visited and record the benefits they derived from the inputs from the Forums and CCDB.
- Helping the staff members to make needed corrections in case there are any shortfalls in the documentation process.
- Prepare reports to support Finance and Resource management of the organization. Document the corrective actions taken during the audit and the actions that are being recommended for further actions.
- Organize special audits based on any information that indicates that there has been lack of account ability or good governance of CCDB resources that needs immediate re-audit and investigations
- Prepare special report on such events as directed by the Executive Director.
- Perform any other assignments given by the Executive Director.

Job Nature: Full-time

Educational Requirements:

Minimum Master's degree in Accounting / Finance from a recognized University/Institute with completion of CA Course from a reputed CA firm.

বিপ/১৬৬/২০

Experience Requirements

- 6 to 8 year (s)
- The applicants should have experience in the following area (s): Audit/ Internal Audit/Finance

Job Requirements

- **Age:** Maximum 45 years
- Strong background and experience working of audit methodologies and technique
- Prior successful experience of conducting external or internal audits
- Excellent written and oral communication ability with different stakeholders
- Strong time management and organizational skill to lead the internal audit team
- Requires at least 25% of travel to project areas in every month.

Job location: Dhaka

Salary: As per organization salary structure/ negotiable

Compensation & other Benefits:

- T/A, Mobile bill, Tour allowance, Gratuity, Provident Fund
- Festival Bonus: 1

Apply Instruction:

Please send your detail CV with cover letter, scanned photograph and last educational certificate in HR Section, CCDB to <hr@ccdbbd.org> and copy at <ccdb.search@gmail.com>. Please mention the position at the subject of the mail. No hard copies of application will be accepted.

Any undue persuasion will be treated as disqualification.

Women are highly encouraged to apply

Application Deadline: **October 18, 2020 by 5:00 pm through e-mails only.**

Company Information

Christian Commission for Development in Bangladesh (CCDB), Address: 88, Senpara Parbatta, Mirpur – 10, Dhaka 1216, Bangladesh Website: www.ccdbbd.org

---

মটস্ ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি

তিন (৩) বছর মেয়াদী কারিগরি প্রশিক্ষণ কোর্স ([illegible])

ভর্তি বিজ্ঞপ্তি-অনাবাসিক

আগামী ০১ জানুয়ারি, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ হতে মটস-এ তিন (৩) বছর মেয়াদী (ব্যাচ-৪৫) কারিগরি প্রশিক্ষণ কোর্স শুরু হবে। নিম্ন বর্ণনা অনুযায়ী যোগ্য প্রার্থীদের নিকট হতে আগামী ৩১ ডিসেম্বর, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ এর মধ্যে নিম্ন ঠিকানায় দরখাস্ত আহবান করা যাচ্ছে।

১। প্রার্থীর যোগ্যতাঃ
ক) শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ এসএসসি পাশ খ) বয়স সীমাঃ ১ জানুয়ারি, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ এ কমপক্ষে ১৬ বছর গ) বৈবাহিক অবস্থাঃ অবিবাহিত

২। প্রশিক্ষণ বিষয় ও আসন সংখ্যাঃ
ক) অটোমোবাইলঃ অটোমোবাইল ও কৃষিক্ষেত্রে ব্যবহৃত ইঞ্জিন এবং যন্ত্রপাতি সংযোজন, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ, ওয়েল্ডিং ও শীট মেটাল, ইলেকট্রিক্যাল ইত্যাদি কাজের প্রশিক্ষণ
খ) মেশিনিস্টঃ লেদ, মিলিং, ড্রিলিং, গ্রাইন্ডিং ও অন্যান্য মেশিনে যন্ত্রাংশ তৈরি, মেশিন রক্ষণাবেক্ষণ, ওয়েল্ডিং ও শীট মেটাল, ইলেকট্রিক্যাল, ইত্যাদি কাজের প্রশিক্ষণ গ) আসন সংখ্যাঃ ২০ জন

৩। প্রশিক্ষণ পদ্ধতিঃ
ক) ১ম ও ২য় বর্ষঃ সংশ্লিষ্ট ট্রেডে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ খ) ৩য় বর্ষঃ উৎপাদনে বাস্তব প্রশিক্ষণ ও তাত্ত্বিক লেখাপড়ার পুনরালোচনা।
গ) এই কোর্সে ৮০ভাগ ব্যবহারিক এবং ২০ভাগ তাত্ত্বিক শিক্ষা দেয়া হয়।

৪। প্রশিক্ষণ শর্তাবলীঃ
ক) এই প্রশিক্ষণ সম্পূর্ণ অনাবাসিক খ) প্রতিষ্ঠানের সকল প্রকার নিয়ম-শৃংখলা মেনে চলতে হবে গ) নির্বাচিত এসএসসি পাশ প্রার্থীদের ভর্তির সময় মূল মার্কশীট কর্তৃপক্ষের নিকট প্রশিক্ষণ শেষ না হওয়া পর্যন্ত জমা রাখতে হবে ঘ) সফলভাবে কোর্স সম্পন্নকারীকে মটস্ এর সনদপত্র দেয়া হবে ঙ) প্রশিক্ষণের প্রয়োজনে প্রতিদিন অতিরিক্ত সময় এবং ছুটির দিনে প্রশিক্ষণ বা উৎপাদনের কাজ করতে হবে।

৫। আবেদন করার নিয়মঃ
ক) প্রতিষ্ঠান প্রণীত ভর্তির আবেদন ফরম ১০০ টাকার বিনিময়ে সংগ্রহ পূর্বক নিজ হাতে পূরণ করে জমা দিতে হবে খ) দুই কপি সদ্য তোলা পাসপোর্ট সাইজের রঙ্গিন ছবি দিতে হবে
গ) প্রার্থীদের সংশ্লিষ্ট স্কুল প্রধান কর্তৃক সত্যায়িত এসএসসি মার্কশীট এর কপি দিতে হবে ঘ) জাতীয় পরিচয়পত্রের / জন্ম নিবন্ধন সনদপত্রের ফটোকপি দিতে হবে

৬। প্রশিক্ষণ ফি :
ক) ভর্তি ফিঃ ৮,০০০/- টাকা খ) কোর্স ফি (প্রতি মাসে)ঃ ৩,৫০০/- টাকা মোট = ১১,৫০০/- টাকা ভর্তির সময় প্রদান করতে হবে (জানুয়ারি মাসের কোর্স ফি সহ)

৭। সুযোগ সুবিধাঃ সফলভাবে প্রশিক্ষণ সমাপনকারীদের দেশে-বিদেশে কর্মসংস্থানের জন্য সর্বাত্মক সহযোগিতা করা হবে
বিঃদ্রঃ মাসিক কোর্স ফি ৩,৫০০/- (তিন হাজার পাঁচশত) টাকা পরিশোধ করার সময়সীমা প্রতি মাসের ১ থেকে ১০ তারিখের মধ্যে

আবেদন করার ঠিকানাঃ
পরিচালক
মটস্ ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি
১/সি-১/এ, পল্লবী, মিরপুর - ১২, ঢাকা-১২১৬

বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুনঃ
প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা
মোবাইল : [illegible]
E-mail: [illegible], Website: www.mowts.org

মটস্ ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি কারিগরি প্রশিক্ষণের একটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

বিপ/১৬৪/২০

মটস্ ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি

তিন (৩) বছর মেয়াদী কারিগরি প্রশিক্ষণ কোর্স (এলটিএমসি)

ভর্তি বিজ্ঞপ্তি-আবাসিক

আগামী ০১ জানুয়ারি ২০২১ হতে মটস্-এ তিন (৩) বছর মেয়াদী (ব্যাচ-৪৫) কারিগরি প্রশিক্ষণ কোর্স শুরু হবে। নিম্ন বর্ণনা অনুযায়ী যোগ্য প্রার্থীদের নিকট হতে আগামী ২২ অক্টোবর, ২০২০ তারিখের মধ্যে ৭ নং অনুচ্ছেদে লিখিত ঠিকানায় দরখাস্ত আহবান করা যাচ্ছে ।

১। **প্রার্থীদের যোগ্যতা ঃ**

(ক) **শিক্ষাগত যোগ্যতা:** এসএসসি পাশ (খ) **বয়স সীমা:** ১ জানুয়ারি, ২০২১ তারিখে ১৫ থেকে ২০ বছর
(গ) **বৈবাহিক অবস্থা:** অবিবাহিত (ঘ) **আর্থিক অবস্থা:** অর্থনৈতিকভাবে দরিদ্র পরিবারের গ্রামীণ মেধাবী যুবক
(ঙ) **অগ্রাধিকার:** আদিবাসী, মেয়ে ও কারিতাসের ভূমিহীন সহযোগী দলের পরিবারের সদস্য/পোষ্য

২। **প্রশিক্ষণ বিষয় ঃ**

(ক) **অটোমোবাইল:** অটোমোবাইল এবং কৃষিকাজে ব্যবহৃত ইঞ্জিন এবং যন্ত্রপাতি সংযোজন, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ, ওয়েল্ডিং ও সীট মেটাল, ইলেকট্রিক্যাল, ইত্যাদি কাজের প্রশিক্ষণ
(খ) **মেশিনিস্ট:** লেদ, মিলিং, ড্রিলিং, গ্রাইন্ডিং ও অন্যান্য মেশিনে যন্ত্রাংশ তৈরি, মেশিন রক্ষণাবেক্ষণ, ওয়েল্ডিং ও সীট মেটাল, ইলেকট্রিক্যাল, ইত্যাদি কাজের প্রশিক্ষণ

৩। **প্রশিক্ষণ পদ্ধতি ঃ**

(ক) **১ম ও ২য় বর্ষ:** কারিতাস সুইজারল্যান্ডের সহায়তায় প্রস্তুতকৃত গাইড লাইন অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট ট্রেডে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ।
(খ) **৩য় বর্ষ:** মটস্ এর উৎপাদন কার্যক্রমের মাধ্যমে বাস্তব ভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও তাত্ত্বিক লেখাপড়ার পুনরালোচনা।

৪। **বাছাই পদ্ধতি:**

(ক) উপরোক্ত যোগ্যতা সাপেক্ষে লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে মেধাভিত্তিক বাছাই করা হবে (খ) **আসন সংখ্যা:** ৩০ জন

৫। **প্রশিক্ষণ শর্তাবলী:**

(ক) প্রশিক্ষণার্থীকে প্রতিষ্ঠানের ছাত্রাবাসে থাকতে হবে।
(খ) প্রতিষ্ঠানের নিয়ম-শৃংখলা ভঙ্গ করলে প্রশিক্ষণ কোর্স হতে বহি:ষ্কার করা হবে।
(গ) নিয়ম-শৃংখলা পরিপন্থী অথবা যে কোন কারণে প্রশিক্ষণ ত্যাগ করলে প্রতিষ্ঠানের হিসাব সাপেক্ষে সমস্ত খরচ প্রতিষ্ঠানকে ফেরত দিতে হবে।
(ঘ) ভর্তিকালীন নগদ ৯,০০০/- (নয় হাজার) টাকা জমা দিতে হবে। ভর্তি ফি ও মেডিকেল চেকআপ বাবদ ৮,০০০/- টাকা এবং প্রথম মাসের কিস্তি ফেরত বাবদ ১,০০০/- টাকা।
(ঙ) প্রতিমাসের দশ তারিখের মধ্যে ১,০০০/- (এক হাজার) টাকা শিক্ষা ঋণের আংশিক কিস্তি প্রদান করতে হবে।
(চ) নির্বাচিত এসএসসি পাশ প্রার্থীদের ভর্তির সময় মূল মার্কশীট কর্তৃপক্ষের নিকট প্রশিক্ষণ শেষ না হওয়া পর্যন্ত জমা রাখতে হবে।
(ছ) তিন বছর প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করার পর মটস্ কর্তৃক প্রশিক্ষণকালীন মোট খরচের ৩০% ভাগ টাকা ঋণ হিসেবে পাঁচ বছরের মধ্যে কিস্তিতে ফেরত দিতে হবে।
(জ) ভালোভাবে কোর্স সম্পন্নকারীদের মটস্ এর সনদপত্র দেয়া হবে এবং চাকুরীর ব্যাপারে সহায়তা করা হবে।

৬। **দরখাস্ত করার নিয়ম:**

(ক) সাদা কাগজে জীবন বৃত্তান্তসহ নিজ হাতে লিখিত দরখাস্ত দিতে হবে।
(খ) দুই কপি সদ্য তোলা রঙিন পাসপোর্ট সাইজের ছবি দিতে হবে।
(গ) এসএসসি পাশ প্রার্থীদের সংশ্লিষ্ট স্কুল প্রধান কর্তৃক সত্যায়িত এসএসসি মার্কশীট এবং প্রশংসাপত্রের কপি দিতে হবে।
(ঘ) জন্ম নিবন্ধন/ জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি দিতে হবে।

৭। **কোন এলাকার কারিতাসের কোন আঞ্চলিক অফিসে আবেদনকারী দরখাস্ত জমা দিবে তার ঠিকানা ঃ**

এলাকার নাম	কারিতাস আঞ্চলিক অফিসের ঠিকানা	এলাকার নাম	কারিতাস আঞ্চলিক অফিসের ঠিকানা
বৃহত্তর ঢাকা ও কুমিল্লা	আঞ্চলিক পরিচালক, কারিতাস ঢাকা অঞ্চল ১/সি ১/ডি,পল্লবী, মিরপুর - ১২, ঢাকা-১২১৬	বৃহত্তর বরিশাল, পটুয়াখালী, বরগুনা,মাদারীপুর, শরিয়তপুর ও গোপালগঞ্জ	আঞ্চলিক পরিচালক, কারিতাস বরিশাল অঞ্চল সাগরদী, বরিশাল - ৮২০০
বৃহত্তর ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল	আঞ্চলিক পরিচালক, কারিতাস ময়মনসিংহ অঞ্চল ১৫, ক্যাথলিক পাদ্রী মিশন রোড, ভাটিকেশ্বর, ময়মনসিংহ-২২০০	বৃহত্তর রাজশাহী, পাবনা ও বগুড়া	আঞ্চলিক পরিচালক, কারিতাস রাজশাহী অঞ্চল মহিষবাথান, পো: বক্স-১৯, রাজশাহী - ৬০০০
বৃহত্তর চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও নোয়াখালী	আঞ্চলিক পরিচালক, কারিতাস চট্টগ্রাম অঞ্চল ১/ই বায়েজিদ বোস্তামী রোড, (মিমি সুপার মার্কেটের পিছনে) পূর্ব নাসিরাবাদ পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম	বৃহত্তর দিনাজপুর ও রংপুর	পশ্চিম শিবরামপুর, পো: বক্স নং-০৮ দিনাজপুর - ৫২০০
বৃহত্তর খুলনা, যশোর, কুষ্টিয়া, রাজবাড়ী ও ফরিদপুর	আঞ্চলিক পরিচালক, কারিতাস খুলনা অঞ্চল রূপসা স্ট্র্যান্ড রোড, খুলনা - ৯১০০	বৃহত্তর সিলেট	আঞ্চলিক পরিচালক, কারিতাস সিলেট অঞ্চল সুরমাগেট, খাদিমনগর, সিলেট - ৩১০৩

বি: দ্র: সীমিত সংখ্যক আসনে তিন (৩) বছর মেয়াদী এলটিএমসি কোর্সে মাসিক ৩৫০০ টাকা কোর্স ফি প্রদান সাপেক্ষে অনাবাসিক ভিত্তিতে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার সুযোগ রয়েছে। যোগাযোগঃ

আবেদন করার ঠিকানা:
পরিচালক
মটস্ ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি
১/সি-১/এ, পল্লবী, মিরপুর - ১২, ঢাকা-১২১৬

বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন:
প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা
মোবাইল : ০১৭১৬৫৯৪৮০৭, ০১৭২১২৭৫৭১৭
E-mail: mawts@caritasmc.org, Website: www.mawts.org

মটস্ ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি কারিগরি প্রশিক্ষণের একটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

বিজ্ঞ/১৬৩/২০

বর্ষ ৮০ ❖ সংখ্যা- ৩৬
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 36
Regd. No. DA-33
❖ 4 - 10 October, 2020, ১৯ - ২৫ আশ্বিন, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

জুলিয়ান গমেজ
জন্ম: ০৯/০৪/১৯৪৪
মৃত্যু: ১৭/০৮/২০২০
গ্রীণ রোড, ঢাকা

অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানাচ্ছি যে, মি. জুলিয়ান গমেজ, গ্রাম: ইক্রাশী (ডাক্তার বাড়ি), স্থায়ী নিবাস: গ্রীণ রোড, ঢাকা, গত ১৭ আগস্ট ২০২০ খ্রিস্টাব্দে, দুপুর ১২:৪৫ মিনিটে শারীরিক অসুস্থতার কারণে নিজ বাড়িতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুর পূর্বে প্রায় আটদিন তিনি হাসপাতালে আইসিইউতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ছিলেন।

তাঁর অসুস্থতার সময় থেকে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া পর্যন্ত যারা আমাদের বিভিন্নভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন, আমাদের পরিবারের পক্ষ থেকে তাদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। পরম পিতার কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন জুলিয়ান গমেজকে অনন্ত শান্তি দান করেন।

শোকার্ত পরিবারের পক্ষে

স্ত্রী: বার্নাডেট পূরবী গমেজ
ছোট মেয়ে: ক্লারা রাখী গমেজ
নাতী: গ্যাব্রিয়েল কেভিন গমেজ

বিজ্ঞ/২৫৭/২০

পাওয়া যাচ্ছে! পাওয়া যাচ্ছে!! পাওয়া যাচ্ছে!!!

প্রতিবেশী প্রকাশনীতে ধর্মীয় দ্রব্যাদির আকর্ষণীয় সম্ভার।

✶ রেডিয়ামের বিশেষ রকমের মূর্তি ✶ পানপাত্র ✶ আকর্ষণীয় নতুন ক্রুশ ও রোজারিমালা
✶ এছাড়াও সাধু-সাধ্বীদের জীবনী বই এছাড়াও যা পাওয়া যাচ্ছে –

❒ খ্রিস্টযাগ রীতি ❒ খ্রিস্টযাগ উত্তরদানের লিফলেট ❒ ঈশ্বরের সেবক থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর বই
❒ কাথলিক ডিরেক্টরী ❒ এক মলাটে নির্বাচিত কলামগুচ্ছ ❒ যুগে যুগে গল্প ❒ সমাজ ভাবনা

আপনাদের পরিবার খ্রিস্টীয় আদর্শে গড়ার লক্ষ্যে ধর্মীয় দ্রব্যাদি ব্যবহার করুন ও ধর্মীয় বই পড়ুন।

শিঘ্রই পাওয়া যাবে

অতি আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে প্রতি বছরের ন্যায় এই বছরও প্রতিবেশী প্রকাশনী দৈনিক বাইবেল পাঠ (**বাইবেল ডায়েরী ২০২১** - **BIBLE DIARY** - Daily Prayer Book) ভারত থেকে আমদানী করছে। তাই আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী আজই অর্ডার দিন।

প্রতিবেশী প্রকাশনী প্রতি বছরের ন্যায় এবারও আগামী **২০২১ খ্রিস্টাব্দের বাইবেল ভিত্তিক খ্রিস্টীয় ক্যালেণ্ডার ছাপার প্রস্তুতি নিচ্ছে।** আপনার প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপনটি প্রতিবেশী প্রকাশনীর ক্যালেণ্ডারে প্রকাশের জন্য আজই যোগাযোগ করুন।

-যোগাযোগের ঠিকানা -

খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
হলি রোজারি চার্চ
তেজগাঁও, ঢাকা

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
সিবিসিবি সেন্টার
২৪/সি আসাদ এভিনিউ, মোহম্মদপুর, ঢাকা

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
নাগরী পো: অ: সংলগ্ন
গাজীপুর।

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com, Webpage link : www.weekly.pratibeshi.org**